গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬৯ বর্ষ ১৭ সংখ্যা ২ - ৮ ডিসেম্বর ২০১৬ প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর www.ganadabi.in আট পাতা মূল্য ঃ ২ টাকা

কমরেড ফিদেল কাস্ত্রো লাল সেলাম

২৬ নভেম্বর সকালে সংবাদটা ছিল এতই আকস্মিক যে কিছুটা বিমূঢ় হতে হল। পরক্ষণেই কর্তব্য স্থির করে কেন্দ্রীয় অফিসে রক্তপতাকা অর্ধনমিত করা হল, পূর্বনির্ধারিত রাজ্য কমিটির সভা নির্দিষ্ট সময়ের আগে শেষ করে কলকাতায় লেনিন মূর্তির সামনে বামপন্থী দলগুলির যুক্ত শোক মিছিলে যোগ দেওয়া হল। বুকে ফিদেল ব্যাজ, হাতে ফিদেলকে লাল সেলাম জানানো ব্যানার নিয়ে। আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের মূর্ছনায় সেই মৌন মিছিলে শোক যেন বাঙ্ময় হয়ে উঠেছিল।

এস ইউ সি আই (সি)-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ কিউবার কমিউনিস্ট পার্টিকে শোকবার্তা পাঠালেন। স্থির করা হল এই বীর বিপ্লবীর জীবনব্যাপী কঠিন সংগ্রামের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে কেন্দ্রীয় কমিটি কলকাতায় স্মরণ সভার আয়োজন করবে।

কমরেড ফিদেল একটি ভাষণে বলেছিলেন, "জনগণ যদি তার অধিকার অর্জনের সংগ্রামে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়, তবে কোনও অস্ত্র, কোনও আক্রমণ-অত্যাচারই তাকে পরাস্ত করতে পারে না।" আজীবন এ কথার স্বাক্ষর তিনি রেখেছেন কিউবার জনগণের সকল সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়ে। তিনি মনে করতেন, "শোষিত ও নিপীড়িত কোনও দেশে এমনকী মৃতরাও কবরে শান্তি পায় না।" তাই ১৯৫৬

কলকাতায় বিশাল শোক মিছিল

সালে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত কিউবার স্বৈরাচারী শাসক বাতিস্তার বিরুদ্ধে এক সভায় ফিদেল শপথ করেন— 'আমরা হয় কিউবার স্বাধীনতা অর্জন করব, না হয় শহিদ হব।' ১৯৫৩ সালে এই বিপ্লব শুরু হয়ে জয়লাভ করে ১৯৫৯ সালে। বাতিস্তাকে দেশ ছাড়া করে স্বাধীনতাই অর্জন করেছিল কিউবা ২৬ বছরের সেই তরুণের নেতৃত্বে।

স্বাধীন শোষণমুক্ত, মর্যাদাময় জীবন, প্রেম-প্রীতি-মানবিক গুণে সমৃদ্ধ জীবনের জন্য মানবজাতির যে সংগ্রাম, তার মূর্ত প্রতীক ছিলেন কমরেড ফিদেল।

সমগ্র বিশ্বের দেশে দেশে যে শোষিত-নিপীড়িত মানুষ আজ সংগ্রামে লিপ্ত আছে, ফিদেল কাস্ত্রো তাদের সকলের পরম মিত্র। ১৯৫৪ সালে এক চিঠিতে কাস্ত্রো বলেছিলেন, "আমি মনে করি সমগ্র জনগণ সুখ-শান্তির জীবন পেতে পারে। সেজন্য আমাকে যদি আমার পরিবার-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হয়, আমি তা স্বীকার করতে প্রস্তুত।"

পাঁচের পাতায় দেখুন

মোদিজির মধুমাখা বুলি ও চমক নতুন নয় বিভ্রান্ত হবেন না

মোদিজি একের পর এক সভায় নাটকীয় ঢঙে হাত নেড়ে কণ্ঠস্বরের ওঠা নামা করে বাণী দিয়ে চলেছেন, দেশকে তিনি দুর্নীতিমুক্ত করবেন, সরাবেন কালো টাকার পাহাড়।

কালো টাকা ও আকাশচুম্বী দুর্নীতি ভারতের কঠিন বাস্তব, সাধারণ মানুষই তার শিকার। ফলে এর বিরুদ্ধে মানুষের চূড়ান্ত ঘৃণা ও ক্রোধ রয়েছে। এই সত্যটাকেই কাজে লাগিয়ে মোদিজি কীভাবে মিথ্যার বেসাতি করছেন, তা বিচার না করে বিভ্রান্ত হচ্ছেন অনেকেই। কিন্তু কী আশ্চর্য, ঘোষণার পর একুশ দিন পার হয়ে গেলেও এক জন কালো টাকার মালিককেও গ্রেপ্তার করা হল না। দেশের কালো টাকার সিংহভাগের যারা মালিক সেই একচেটিয়া পুঁজিপতিরাই মোদির এই সিদ্ধান্তকে দু'হাত তুলে স্বাগত জানাচ্ছে। কালো টাকার বিরুদ্ধে মোদিজির এই বিজ্ঞাপনী লড়াই কি আদৌ বিশ্বাসযোগ্য?

দু'বছর আগে নির্বাচনী জনসভায় মোদিজি বলেছিলেন কালো টাকা উদ্ধার করে প্রত্যেক ভারতবাসীর অ্যাকাউন্টে ১৫ লক্ষ টাকা করে ঢুকিয়ে দেবেন। দু'বছর পর যখন প্রশ্ন উঠল কালো টাকার কী হল, বিজেপির সভাপতি তথা মোদিজির ডান হাত অমিত শাহ বললেন, ওগুলো কথার কথা, 'জুমলা'— বলতে হয় তাই বলা।

প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেবার আগে মোদিজি পার্লামেন্টের সামনে প্রণাম করে বলেছিলেন, পার্লামেন্ট হল গণতন্ত্রের পবিত্র মন্দির। অথচ তিনি নোট বাতিলের এত বড় সিদ্ধান্ত নিলেন, পার্লামেন্টে কোনও আলোচনা না করেই। মোদির বক্তব্য আলোচনা করতে গেলে কালো টাকার মালিকরা নাকি টাকা সাদা করার সুযোগ পেয়ে যেত। সুযোগ কি এখনও পাচ্ছে না? এখনও কি কালো টাকা সাদা হচ্ছে না। বিহারে বিজেপি নেতারা কি রাতারাতি জমি কিনে কালো টাকা সাদা করে নেননি? যে দু'হাজার টাকার নতুন নোট মোদিজি ছাপলেন সেটা কী করে এক সপ্তাহের মধ্যেই জাল হয়ে গেল? কারা জাল করল? মোদিজির প্রশাসনের যে সব দুর্নীতিগ্রস্ত অফিসাররা এই জাল চক্রের সাথে যুক্ত তাদের বিরুদ্ধে মোদিজি কোনও ব্যবস্থাই নিচ্ছেন না কেন?

মোদিজি ক্ষমতায় এসে বলেছিলেন আচ্ছে দিন, সুদিন আনবেন। কী সুদিন এসেছে জনজীবনে? অর্থনৈতিক সংকটে দিশেহারা জীবন। মূল্যবৃদ্ধি কি রোধ হয়েছে? বেকারত্ব কি দূর হয়েছে? রোগে চিকিৎসা কি সহজেই মিলছে? কোথায় জীবনের নিরাপত্তা? মোদিজির 'আচ্ছে দিনে'র প্রতিশ্রুতি নিছক ভাঁওতা।

মোদিজি বলেছিলেন বেটি বাঁচাও। কোথায় বেটি বা কন্যা সন্তান বাঁচানোর উদ্যোগ? শত শত নারী প্রশাসনের নাকের ডগা দিয়ে পাচার হয়ে যাচ্ছে।

মোদিজির চমকদার স্লোগান মেক ইন ইন্ডিয়া। বলেছিলেন শিল্পায়ন কর্মসংস্থান ঘটাবেন। বহু দেশ তো ভ্রমণ হল। ক'টা শিল্প হল? কতজনের চাকরি হল? ভাঁওতার সংখ্যা আর কত বাড়াবেন মোদিজি?

সাতের পাতায় দেখুন

নারকীয় শিশুপাচারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ কলকাতায়

শিশুপাচারে জড়িতদের কঠোর শাস্তির দাবিতে ২৬ নভেম্বর সল্টলেকে শিশু কল্যাণ দপ্তরের সামনে ডিএসও-ডিওয়াইও-এমএসএসের বিক্ষোভ। ওইদিন এস ইউ সি আই (সি) উত্তর ২৪ পরগণার মছলন্দপুর লোকাল কমিটি মছলন্দপুর আই সি-কে ডেপুটেশন দেয়। ২৯ নভেম্বর রাজভবনের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়।

আবারও রেল দুর্ঘটনায় মর্মান্তিক মৃত্যু

সরকার সম্পত্তি বিক্রিতে ব্যস্ত, যাত্রী নিরাপত্তায় নয়

২০ নভেম্বর উত্তরপ্রদেশের কানপুরের কাছে ইন্দোর-রাজেন্দ্রনগর এক্সপ্রেস ট্রেনের ভয়াবহ দুর্ঘটনায় দেড় শতাধিক মানুষের মৃত্যু ও অসংখ্য মানুষের গুরুতর আহত হওয়ার ঘটনা আবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল পূর্বতন সরকারগুলির মতোই নরেন্দ্র মোদির সরকারও যাত্রী সুরক্ষায় কতটা উদাসীন। আর এই উদাসীনতার ফলে প্রতি বছরই এরকম একাধিক দুর্ঘটনা ঘটে চলেছে। রেলভাড়ার সাথে সুরক্ষা সারচার্জ দিতে হচ্ছে প্রতিটি যাত্রীকে, অথচ বিন্দুমাত্র সুরক্ষা নেই। ফলে মৃত্যু হচ্ছে নিরপরাধ মানুষের। অথচ প্রতিটি দুর্ঘটনার পরই রেলমন্ত্রী ও রেলমন্ত্রক যাত্রী সুরক্ষার বিষয়ে আরও বেশি গুরুত্ব দেওয়ার ঢাক বাজান। দুর্ঘটনাও ঘটে চলে যথারীতি।

ঘন ঘন দুর্ঘটনার ফলে ভারতীয় রেলের যাত্রী সুরক্ষা ব্যবস্থা বহুদিন ধরেই এক বড় প্রশ্নের সম্মুখীন। রেল বোর্ডের চেয়ারম্যান এ কে মিত্তাল স্বয়ং এবারের দুর্ঘটনার পর স্বীকার করেছেন যে, এই দুর্ঘটনা রক্ষণাবেক্ষণ এবং নজরদারি ব্যবস্থায় বড় ধরনের দুর্বলতাকেই সামনে এনে দিয়েছে (বর্তমান-২৭.১১.১৬)। অতীতের কথা ছেড়ে দিলেও গত এক দশকে রেলমন্ত্রক যাত্রী সুরক্ষার জন্য যে সব ঘোষণা করেছে তার মধ্যে শুধুমাত্র যাত্রীদের কাছ থেকে সুরক্ষা সারচার্জ আদায় করা ছাড়া বাকি সবটা ঘোষণাই থেকেছে। ২০০৭ সালের মে মাসে রেলমন্ত্রক ঘন্টায় ৫৫ কিমির বেশি গতিসম্পন্ন এক্সপ্রেস ট্রেনগুলিকে 'সুপারফাস্ট' তকমা দিয়ে তার সুরক্ষা বাড়ানোর জন্য সাধারণ যাত্রায় ৮ টাকা, স্লিপার ক্লাসে ২০ টাকা, এসিতে ৩০ টাকা ও এসি প্রথম শ্রেণিতে ৫০ টাকা সুপারফাস্ট সারচার্জ চাপিয়ে দেয়। গত প্রায় দশ বছরে এই খাতে রেল হাজার হাজার কোটি টাকা আয় করেছে। অথচ সুরক্ষার জন্য ন্যূনতম কাজটুকুও তারা সম্পূর্ণ করেনি। তার ফলে সুপারফাস্ট ট্রেনের উপযোগী আধুনিক কামরার বদলে পুরনো কামরা ব্যবহার করা হচ্ছে। ইন্দোর-রাজেন্দ্রনগর এক্সপ্রেসেও সেই পুরানো কামরা ব্যবহার করার ফলেই এই দুর্ঘটনা এতটা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে।

দুর্ঘটনা এড়াতে রেলের তৎপরতাও যে একেবারে ক্ষমাহীন উদাসীনতায় পৌঁছেছে তাও এবার একাধিক যাত্রীর বয়ানে প্রকাশ্যে এসেছে। মধ্যপ্রদেশের মদসৌর জেলার বাসিন্দা এক যাত্রী সেদিন সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত কামরাগুলির একটিতে ইন্দোর থেকে উজ্জয়িনীতে যাচ্ছিলেন। কামরার চাকায় বিকট ধরনের আওয়াজ শুনে তিনি টিকিট চেকারকে অভিযোগ করেন এবং চেকার কিছু না করায় তিনি উজ্জয়িনী স্টেশনে নেমে কর্তৃপক্ষকেও চাকার সেই অস্বাভাবিক আওয়াজের কথা জানান। তারা তাঁর কথার গুরুত্ব না দিয়ে বিষয়টিকে হেসেই উড়িয়ে দেন। (২১.১১.১৬, আনন্দবাজার পত্রিকা)। অপর এক গুরুতর আহত যাত্রীও সাংবাদিকদের জানান, "দুপুর ২টোয় ইন্দোর থেকে ছাড়ার এক-দেড় ঘন্টা পরেই এর চাকা থেকে আওয়াজ হচ্ছিল। ক্রমে বাড়ছিল সেই আওয়াজ। উজ্জয়িনীতে রেলের পোশাক পরা একজনকে সেকথা বলেওছিলাম। কিন্তু তিনি গুরুত্ব দিতে চাননি বিষয়টিকে" (২১.১১.১৬, বর্তমান)। পরে জানা যায় যে, দুর্ঘটনায় ওই কামরার চাকা ও ব্রেক-শু আলাদা আলাদা হয়ে এদিক-ওদিক ছিটকে পড়েছে। রেল কর্তৃপক্ষের যদি তৎপরতা ও দায়িত্ববোধ থাকতো তাহলে এই দুর্ঘটনাটি অন্তত এড়ানো যেত।

২০১২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রেলের সুরক্ষা বিষয়ের রিপোর্টে কাকোদকর কমিটি সুপারিশ করেছিল দুর্ঘটনা কমাতে ওভারব্রিজ বা আন্ডারগ্রাউণ্ড ব্রিজ করে রেলের লেভেল ক্রসিংয়ের সংখ্যা কমাতে হবে। তাতে পাঁচ বছরে মোট পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকা খরচ হলেও রেলের পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন খাতে যে টাকা সঞ্চিত আছে তার থেকেই কাজটি সহজে করা যাবে। এই কমিটির সুপারিশ ছিল সমস্ত দ্রুতগতি সম্পন্ন গাড়ির জন্য আধুনিক এল এইচ বি কোচ ব্যবহার করার। কিন্তু তা আজও হয়নি। যাত্রাপথে রেলযাত্রীদের নিরাপত্তা দিতে কমিটির আরও সুপারিশ ছিল— লাইনের রক্ষণাবেক্ষণ, লেভেল ক্রসিংয়ের সুরক্ষা, আধুনিক সিগনাল সিস্টেম, অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা, কামরার চাকা-ব্রেক এর চেকিং প্রভৃতি যেমন দরকার তেমনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলো রেলে সুরক্ষা-সম্পর্কিত সমস্ত শূন্যপদ অবিলম্বে পূরণ করা। কর্মী সংগঠনগুলির মতে, এই মুহূর্তে রেলে আড়াই লক্ষ শূন্যপদ রয়েছে। তার মধ্যে সেফটি ক্যাটিগরিতেই শূন্যপদের সংখ্যা ৯০ হাজার। সেই গুরুত্বপূর্ণ কাজটিকেই সবচেয়ে অবহেলা করে বাস্তবে দুর্ঘটনার উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করা হচ্ছে এবং দুর্ঘটনার পর কিছু ক্ষতিপূরণ ধরিয়ে দিয়ে কর্তব্য সম্পাদন করা হচ্ছে। শূন্য পদগুলি পূরণ না করলেও রেলমন্ত্রক ক্রমাগত রেলের জোন ভেঙে নতুন নতুন জোন তৈরি করে মাথাভারি প্রশাসন তৈরি করে চলেছে।

সরকারি সম্পত্তির বেসরকারিকরণ অর্থাৎ বেসরকারি মালিকদের কাছে বিক্রি করে দেওয়ার যে কর্মকাণ্ড চলেছে, কেন্দ্রীয় সরকার লাভজনক সংস্থা ভারতীয় রেলকেও পুরোপুরি তার অন্তর্ভুক্ত করতে চায়। ভারতীয় রেলের প্রতিও এখন দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের লোলুপ দৃষ্টি। সরকার একটু একটু করে সেই বেসরকারিকরণের দিকে বহুদূর পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছে। টিকিট বিক্রি, ক্যাটারিং, সাফাইয়ের কাজ, রেল লাইন রক্ষণাবেক্ষণ, স্টেশন রক্ষণাবেক্ষণ সহ বহু ক্ষেত্রেই বেসরকারিকরণ তারা অনেকটাই সেরে ফেলেছে। বিশেষ বিশেষ কিছু ট্রেনও বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় চালানোর ব্যবস্থা সরকার করতে চলেছে। তার জন্য যা যা করণীয় সরকার তা করতেই ব্যস্ত থাকায় যাত্রী নিরাপত্তা ব্যবস্থাটাই সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। রেলমন্ত্রকের আর্থিক দিকটিকে আগামী বছর সাধারণ বাজেটের অন্তর্ভুক্ত করে যাত্রীদের উপর আরও বাড়তি ভাড়া চাপানোর কাজটিকে পাকা করার ব্যবস্থাও নরেন্দ্র মোদির সরকার করতে চলেছে।

প্রতিটি বড় রেল দুর্ঘটনার পরই আমরা তার ভয়াবহতায় শিউরে উঠি। মামুলি ক্ষতিপূরণের প্রলেপে ও মন্ত্রীদের আশ্বাসে মন থিতু হতে না হতেই আরেকটি দুর্ঘটনা ঘটে। তাই পরিস্থিতির গভীরতা উপলব্ধি করে যাত্রীদের পূর্ণ নিরাপত্তা ও সুরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা, রেলের সমস্ত শূন্যপদ অবিলম্বে পূরণের দাবিতে এবং রেলের বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলেই সরকারকে বাধ্য করতে হবে যাত্রী সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে।

শিশু পাচারের জাল ছড়িয়েছে সরকারি অবহেলাতেই

সীমাহীন ধনলোভ মানুষকে যে কত হৃদয়হীন পশুতে পরিণত করে তা আবারও প্রকাশ্যে এল রাজ্যে শিশু পাচারের একের পর এক মর্মান্তিক ঘটনায়।

বাদুড়িয়া, মছলন্দপুর, বেহালা, কলেজ স্ট্রিট, ফলতা অসংখ্য জায়গায় রমরমিয়ে চলছে শিশুপাচার চক্র। কোনওটা নার্সিংহোম, কোনওটা বৃদ্ধাশ্রম, কোনওটা মানসিক চিকিৎসাকেন্দ্র, তো কোনওটা স্বাস্থ্যকেন্দ্র। সাধারণ মানুষকে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার নামে কিংবা ভবঘুরে ও ফুটপাতবাসীদের সাহায্য করার নামে শিশু পাচারের পাপচক্র চলছে ২০-৩০ বছর ধরে প্রশাসনের নাকের ডগাতেই। এই সব কেন্দ্রগুলি থেকে লাখ লাখ টাকায় দেশজুড়ে এমনকী বিদেশেও শিশু পাচার করা হত। ইতিমধ্যেই উদ্ধার হয়েছে বেশ কিছু নবজাত শিশু। গ্রেপ্তার হয়েছেন নার্সিংহোমের মালিক, কর্মী, সাহায্যকারী মহিলা, হাতুড়ে চিকিৎসক, বেসরকারি হাসপাতালের চিকিৎসক, উকিল সহ বহু প্রভাবশালী ব্যক্তি।

কীভাবে চলে এই পাচারচক্র? বাদুড়িয়ায় সোহান নার্সিংহোমে এক মহিলা প্রসব করার পরই মৃত শিশুর জন্ম হয়েছে বলে তার পরিবারকে জানানো হয়। পরিবারের লোক সন্দেহের কথা পুলিশকে জানালে একের পর এক তথ্য উঠে আসে। নার্সিংহোমের অন্ধকার স্যাঁতসেতে ঘরে খাটের নিচে বিস্কুটের পিচবোর্ডের বাক্সে রাখা তিনটি শিশুকে পাওয়া যায়। তদন্তে জানা যায়, প্রসবের পর মহিলাদের বলা হত, তারা মৃত সন্তান প্রসব করেছেন বা প্রসব হতে গিয়ে শিশুটি মারা গেছে। দেহ দেখানো হত না। কোনও পরিবার উচ্চবাচ্য করলে থানা-পুলিশের ভয় দেখিয়ে দশ-বিশ হাজার টাকা ধরিয়ে মুখ বন্ধ করে দিত। বাদুড়িয়ার নার্সিং হোমের মালিক নাজমা বিবির স্বামী বাকবুল বৈদ্য এলাকায় যথেষ্ট প্রভাবশালী, কংগ্রেসের প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য। সেই দাপট ও টাকার জোরে এর আগে বহু কেস তারা ধামাচাপা দিয়েছে।

গরিব অসহায় মহিলারা চিকিৎসা করাতে এসে পাচারচক্রের ফাঁদে পড়ে। সদ্যজন্মানো শিশুকে মায়ের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখা হয়। পরে ৬-৭ লাখ টাকায় পর্যন্ত দেশে কিংবা বিদেশে নিঃসন্তান দম্পতির কাছে বিক্রি করে দেওয়া হয়। আড়কাঠিরা গ্রামে গ্রামে খোঁজ করে অসহায় মহিলাদের, তাদের সাহায্য করার নামে শহরে কিংবা শহরাঞ্চলে এই সমস্ত পাচারকেন্দ্রে তোলে। এগুলিতে দেহব্যবসার আসরও বসে। অবিবাহিত ও বিবাহিত মহিলাদের গর্ভপাতও করানো হত এ সমস্ত কেন্দ্রে। স্থানীয় মানুষের যাতে কোনও সন্দেহ না হয় সেজন্য এগুলিকে সেবামূলক বা স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান হিসেবেই দেখানো হয়। আড়ালে রমরমিয়ে চলে শিশুপাচার।

শিশু জন্মানোর পরপরই পাচারকারীরা নিজেদের হেফাজতে নিয়ে নিত। যে পরিবেশে এই শিশুদের রাখা হত তা চরম অস্বাস্থ্যকর। এমনকী গরিব অপুষ্ট মায়ের সন্তানকে বিক্রির আগে স্বাস্থ্যবান করে তুলতে ওষুধ-ইনজেকশনও দেওয়া হত। তার জন্য অনেককে ৭-৮ মাস ধরে পরিচর্যাও করা হত। শিশু অসুস্থ হয়ে কিংবা অযত্নে মারা গেলে তার থেকে লাভের আশা থাকে না। তাই তাদের স্থান হয় কবরে।

ঠাকুরপুকুরের পূর্বাশা বহুতলের হোমটি আরও ভয়ঙ্কর ঘটনার সাক্ষী। এখান থেকে ১০টি সদ্যজাত শিশু উদ্ধার হয়েছে। মাদকাসক্তদের পুনর্বাসন কেন্দ্র হিসেবে তৈরি হয়েছিল হোমটি। পরবর্তীকালে মানসিক অসুস্থ মহিলাদের হোম করা হয় এটিকে। বাড়িটির একতলায় একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রও চালু হয়েছিল। আসলে এটি শিশুপাচারের অন্যতম কেন্দ্র ছিল। আরও কত নার্সিংহোম, কিংবা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এই অমানবিক কাজে যুক্ত, পুলিশ ঠিক ঠিক তদন্ত করলে তা উঠে আসবে পরে। বহু মহিলা, বহু ডাক্তার এই চক্রে জড়িত শুধু নয়, এর মাথা। মা হয়ে, চিকিৎসক হয়ে এরা কী করে শিশুদের নিয়ে এই জঘন্য ব্যবসা করতে পারেন!

প্রশ্ন হল, এই নরপশুরা দীর্ঘদিন ধরে এই জঘন্য কাজ চালিয়ে যেতে পারল কী করে? পুলিশ-প্রশাসন ছাড়াও সরকারের তো একটা স্বাস্থ্য দপ্তর রয়েছে, স্বাস্থ্যমন্ত্রী ছাড়াও শিশুকল্যাণ, সমাজ কল্যাণ হরেক নামের হরেক মন্ত্রী রয়েছেন, তাঁদের আলাদা আলাদা দপ্তর রয়েছে, আমলা-অফিসার-কর্মচারী রয়েছেন, তাঁদের পিছনে জনগণের দেওয়া কোটি কোটি করের টাকা খরচ হয়ে চলেছে, এ সব তাহলে কীসের জন্য? এই জঘন্য কর্মকাণ্ড ফাঁস হতে মন্ত্রীরা একে অন্যের উপর, এই দপ্তর ওই দপ্তরের উপর দোষ চাপাতে ব্যস্ত হচ্ছেন। মুখ্যমন্ত্রী নিজেই তো স্বাস্থ্যমন্ত্রী। সরকারে বসার পর তো হঠাৎ হঠাৎ কোনও হাসপাতালে পৌঁছে যেতেন। সেসব কি তাহলে শুধু লোকদেখানো ছিল? না হলে প্রশাসনের নাকের ডগায় এতবড় ব্যবসা চলছে, এত বড় নেটওয়ার্ক গোটা রাজ্য জুড়ে ছড়িয়ে আছে, পুলিশ-প্রশাসন তা জানতে পারল না কেন? গর্ভপাত করানোর জন্য স্বাস্থ্য দপ্তরের বৈধ মেডিকেল টার্মিনেশন অব প্রেগনেন্সি (এম টি পি) করার ছাড়পত্র লাগে, এই সব নার্সিংহোমের তা ছিল না। ২০-৩০ বছর ধরে এগুলি চলছে, ক্ষমতাসীন দলের নেতারা জানতে পর্যন্ত পারলেন না তা বিশ্বাসযোগ্য কি? নার্সিংহোম চালাতে স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে ছাড়পত্র লাগে, লাগে ক্লিনিক্যাল এস্টাবলিশমেন্ট লাইসেন্স, তা অধিকাংশেরই নেই। যেগুলির আছে, সেগুলিও কত লম্বা হাতের কারসাজিতে এবং কী পরিমাণ টাকার লেনদেনে নার্সিংহোম মালিকের হাতে এসেছিল, তা পরিষ্কার। আইনে আছে, রোগীদের পরিচর্যা ঠিকঠাক হচ্ছে কি না তা দেখার জন্য সরকারি আধিকারিকরা যখন তখন হাসপাতাল বা নার্সিংহোমে নজরদারি চালাতে পারেন, তাহলে নজরদারি হল না কেন? নাকি সব কিছু জেনেও তারা চুপ করে ছিলেন? ঘটনায় যুক্ত দোষীদের শাস্তির দাবি উঠেছে, কিন্তু প্রশাসনের উচ্চপদে আসীন ব্যক্তি এবং ক্ষমতাশালী দলের নেতারা এত বড় অপরাধ করেও পার পেতে পারেন কি?

শিশুপাচারের প্রতিবাদ

২৬ নভেম্বর শিশুপাচার কাণ্ডে পূর্ণাঙ্গ ও নিরপেক্ষ তদন্ত এবং দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে বিবৃতি দেন মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার এবং সার্ভিস ডক্টরস ফোরামের সাধারণ সম্পাদক যথাক্রমে ডাঃ অংশুমান মিত্র এবং ডাঃ সজল বিশ্বাস।

স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব প্রাণ পেয়েছিল সোভিয়েত সংবিধানে

রাশিয়ার মহান সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের শতবর্ষ উদযাপনে নিয়োজিত হয়েছি আমরা। গণদাবীর গত কয়েকটি সংখ্যায় নভেম্বর বিপ্লবের সংগঠনপর্বের অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রকাশ করা হয়েছে। এরপর আমরা সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মহতী সাফল্য ও অর্জনগুলি, যা মানবসভ্যতার ইতিহাসে যুগান্তকারী ছিল, তার কিছু কিছু দিক প্রকাশ করব।

৫ ডিসেম্বর সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ইতিহাসে এক বিশাল তাৎপর্যময় দিবস।

১৯৩৬ সালে এই দিনটিতেই মহান স্ট্যালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েট ইউনিয়নে গ্রহণ করা হয়েছিল নতুন সংবিধান, যা বিশ্বে 'স্ট্যালিন সংবিধান' নামে খ্যাত হয়েছিল। বিশ্বখ্যাত মানবতাবাদী মনীষীরা ওই সংবিধানকে দু'হাত তুলে অভিনন্দন জানিয়ে আবাহন করেছিলেন।

কীভাবে এই সংবিধান তৈরি করা হয়েছিল, তার একটি খুবই সংক্ষিপ্ত রূপরেখা মার্কিন সাংবাদিক আনা লুই স্ট্রং-এর 'স্ট্যালিন যুগ' বই থেকে প্রকাশ করার পাশাপাশি এই সংবিধানের খসড়া সম্পর্কে মহান স্ট্যালিনের ভাষণটিও প্রকাশ করা হল। আকারে বড় হওয়ায় পাঠকদের সুবিধার জন্যই ২/৩টি ভাগে এটি প্রকাশ করা হবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই সংবিধান সম্পর্কে সে সময়ে দেশ-বিদেশের সমকালীন বিদ্বজ্জনরা কী মন্তব্য করেছিলেন, আগামী সংখ্যায় তার কিছু আমরা প্রকাশ করব।

সোভিয়েত সংবিধান প্রসঙ্গে

আনা লুই স্ট্রং

...ওই সময়কার সোভিয়েট ছেলেমেয়েদের [illegible]াবে দু'টি ঘটনা থেকে। ১৯৩৫ সালের জুন মাসে নতুন দশবছরী স্কুলের বিদায়ী ছাত্রদের একজন, আনা স্লাইনিক বিদায়-বক্তৃতায় বললেন, "বেঁচে থাকা সুখের — এই রকম একটা দেশে, এই রকম একটা যুগে। আমরা হচ্ছি এ দেশের মালিক, আমরা এখনও ছেলেমানুষ ; আমাদের ডাক পড়েছে কাল ও স্থান জয় করতে"। বিদায় বক্তৃতায় একটু বড় বড় কথা বলা হয় বটে, কিন্তু আগেকার দিনে ছেলেমেয়েরা ছিল হয় রাজাদের, নয় গণতন্ত্রের অধীন নাগরিক — সমাজতন্ত্র আসার আগে তারা নিজেদের দেশের 'মালিক' বলতে পারত না। ওই বছরই, নিনা কামেনোভা রেইনার পাহাড়ের মতো দ্বিগুণ উঁচু স্থান থেকে প্যারাসুট নিয়ে লাফিয়ে পৃথিবীর মধ্যে একটা রেকর্ড স্থাপন করে। মাটিতে নেমে সে যে কথাগুলো বলেছিল, সোভিয়েট দেশের ছেলেমেয়েদের মুখে তা রণধ্বনি হয়ে গেল ঃ **'আমাদের দেশের আকাশ হচ্ছে পৃথিবীর চেয়ে উঁচু'**।

এই সুখের দিনগুলোর একটা ফল ইতিহাসে রয়ে গেল — এই সময় নতুন সোভিয়েট সংবিধান জন্ম নিল। সোভিয়েট রাষ্ট্র সব সময়েই নিজেকে গণতন্ত্রী বলে দাবি করে এসেছে— পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলো সে কথা সব সময়েই অস্বীকার করে এসেছে। সোভিয়েট রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও নির্বাচন-পদ্ধতির বিস্তৃত আলোচনা করার অবকাশ এখানে নেই। মার্কিন শাসকরা সোভিয়েট নির্বাচনগুলো সম্বন্ধে যাই প্রচার করুক না কেন, সোভিয়েট দেশের সাধারণ মানুষ প্রবল উৎসাহ ও আশা নিয়েই প্রতিটি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছে। তারা শুধু নির্বাচন প্রার্থীদের পক্ষে ভোট দেয়নি, তারা 'নাকাজ' অর্থাৎ 'জনগণের নির্দেশ' লিখিতভাবে পেশ করেছে, ভাবী-সরকারের পক্ষে সেই নির্দেশগুলো হয়েছে প্রথম করণীয়।

১৯৩৪ সালের নির্বাচনে আমার স্বামী একমাস ধরে প্রতি সন্ধ্যায় 'গণ্ডি'-কর্মী হিসেবে কাজ করেছিলেন; তাঁর গণ্ডির (গ্রুপ) সমস্ত লোকদের সঙ্গে দেখা করে তিনি তাদের শুধু নির্বাচনের ব্যাপারে টানেননি, সরকারের কী কী করা উচিত তার তালিকা তৈরি করতেও উৎসাহিত করেছেন। তাঁর কাছে এক বুড়ির কথা শোনা গেল, সে এর আগে কখনও ভোট দেয়নি। সে প্রথমে বলেছিল, "আমাকে নিয়ে সোভিয়েট সরকারের কী কাজ!" কিন্তু পরে, আমার স্বামী তাকে বারবার বলাতে সে নিজের রান্নাঘরে অনেকগুলো কাপড় সাবান-কাচা করে মেলা রয়েছে দেখে স্থির করল যে, সে সরকারের কাছে আরও ধোবিখানা খোলার দাবি করতে পারে। এরপর তার দাবি মতো আরও ধোবিখানা খোলা হয়েছিল। সে বছর মস্কো শহর সোভিয়েট-এর হাতে ৪৮ হাজার 'জনগণের নির্দেশ' আসে, আর তিন মাসের মধ্যে সে সবের সম্বন্ধে রিপোর্ট দিতে হয়েছিল তাঁকে। অনেক নির্দেশ অবশ্য ছিল মূলত একই রকম, অনেক নির্দেশ কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠাতে হয়েছিল। কিন্তু বেশির ভাগ নির্দেশই মানুষের কাছে পুনরায় ফেরৎ পাঠানো হয়েছিল একটা অভিনব পন্থায়। শহর সোভিয়েট লোককে জানিয়ে দিল,

ছয়ের পাতায় দেখুন

সোভিয়েত ইউনিয়নের নতুন সংবিধান প্রসঙ্গে

সোভিয়েতগুলির বিশেষ অষ্টম কংগ্রেসে কমরেড জে ভি স্ট্যালিনের ভাষণ

২৫ নভেম্বর, ১৯৩৬

কমরেডস,

আপনারা জানেন, সোভিয়েত ইউনিয়নের সোভিয়েতগুলির সপ্তম কংগ্রেসের বিশেষ সিদ্ধান্তবলে সংবিধান কমিশন গঠিত হয়েছে। এই কমিশন আপনাদের বিবেচনার জন্য বর্তমান কংগ্রেসে খসড়া সংবিধান পেশ করেছে। এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল ১৯৩৫ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি। তাতে বলা হয়েছিল,

১. সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের সংবিধান সংশোধনের উদ্দেশ্যে ঃ

ক) সবার সমান ভোটাধিকার না থাকার ব্যবস্থাকে সবার সমান ভোটাধিকার থাকার ব্যবস্থা দ্বারা প্রতিস্থাপিত করে, অপ্রত্যক্ষ নির্বাচনকে প্রত্যক্ষ নির্বাচন দ্বারা প্রতিস্থাপিত করে, প্রকাশ্য ব্যালটকে গোপন ব্যালট দ্বারা প্রতিস্থাপিত করে নির্বাচন ব্যবস্থার আরও গণতন্ত্রীকরণ করা। খ) সংবিধানকে সোভিয়েত ইউনিয়নের বর্তমান শ্রেণি সম্পর্কের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করে সংবিধানের সামাজিক ও

অর্থনৈতিক ভিত্তির যথাযথ সংজ্ঞা দেওয়া (নতুন সমাজতান্ত্রিক শিল্পের সৃষ্টি, কুলাক শ্রেণিকে ধ্বংস করা, যৌথ কৃষি খামার ব্যবস্থার বিজয়, সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তিকে সোভিয়েত সমাজের ভিত্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা ইত্যাদি ইত্যাদি)।

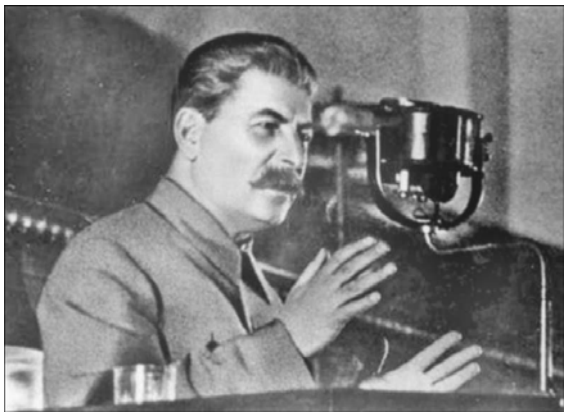

২. সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের কেন্দ্রীয় একজিকিউটিভ কমিটিকে একটা সংবিধান কমিশন নির্বাচনের নির্দেশ দেওয়া যার কাজ হবে ধারা ১-এর নীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ সংশোধিত সংবিধানের খসড়া প্রস্তুত করা এবং সেই খসড়া অনুমোদনের জন্য সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের কেন্দ্রীয় একজিকিউটিভ কমিটি-র অধিবেশনে পেশ করা।

৩. সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে সোভিয়েত সরকারের নানা শাখার আগামী সাধারণ নির্বাচন নতুন নির্বাচনী ব্যবস্থা অনুযায়ী পরিচালনা করা।

এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল ১৯৩৫ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরের দিন, অর্থাৎ ১৯৩৫ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারি, সোভিয়েত ইউনিয়নের কেন্দ্রিয় একজিকিউটিভ কমিটি প্রথম অধিবেশনে মিলিত হয় এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সোভিয়েতগুলির সপ্তম কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৩১ সদস্য সংবলিত সংবিধান কমিশন গঠন করে। কেন্দ্রীয় একজিকিউটিভ কমিটি সংবিধান কমিশনকে সংশোধিত সংবিধানের খসড়া রচনার নির্দেশ দেয়।

সংবিধান কমিশনের কাজ কীভাবে চলবে এই হল সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সংস্থার আনুষ্ঠানিক ভিত্তি ও নির্দেশ।

৪. এইভাবে, ১৯২৪ সালের গৃহীত যে সংবিধান বর্তমানে চালু আছে তা পরিবর্তনের কাজ শুরু করে সংবিধান কমিশন। এই কাজে ১৯২৪ সাল থেকে আজ পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজ জীবনে সমাজতন্ত্র যে পরিবর্তন এনেছিল তাকেও হিসাবে রাখতে হয়েছে সংবিধান কমিশনকে।

২. ১৯২৪ সাল থেকে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজ জীবনের পরিবর্তন

১৯২৪ সাল থেকে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজ জীবনে কী কী পরিবর্তন হয়েছিল? সংবিধান কমিশনকে খসড়া সংবিধানে কোন কোন পরিবর্তনকে প্রতিফলিত করতে হবে?

এই পরিবর্তনের মর্মবস্তু কী?

১৯২৪ সালের অবস্থা কেমন ছিল?

১৯২৪ সাল ছিল নিউ ইকনমিক পলিসির প্রথম পর্যায়। তখন সোভিয়েত সরকার পুঁজিবাদের কিছুটা পুনরুজ্জীবনের অনুমতি দিয়েছিল। সাথে সাথে সমাজতন্ত্রকে বিকশিত করার সমস্ত কার্যক্রম গ্রহণ করেছিল। নিউ ইকনমিক পলিসি হিসাব করে দেখেছিল, দুই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা — পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে প্রতিযোগিতার পথে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিজয়ী হবে। কর্তব্য হল, প্রতিযোগিতার গতিপথে সমাজতন্ত্রের অবস্থানকে সংহত করা, পুঁজিবাদী উপাদানগুলোর বিলোপের কাজে সফল হওয়া, জাতীয় অর্থনীতির মৌলিক ব্যবস্থা হিসাবে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিজয়কে সুসম্পূর্ণ করা।

আমাদের শিল্প, বিশেষ করে ভারী-শিল্পের তখন যা অবস্থা ছিল, তা মোটেই ঈর্ষণীয় নয়। এ কথা ঠিক, একে ধীরে ধীরে আবার আগের জায়গায় নিয়ে আসা হচ্ছিল, কিন্তু তখনও তা যুদ্ধ পূর্ব উৎপাদনের ধারে কাছেও যায়নি। আর এই শিল্পের ভিত্তি ছিল পুরনো পিছিয়ে পড়া, অপ্রতুল প্রযুক্তি। অবশ্যই, এই শিল্প সমাজতন্ত্রের অভিমুখে বিকশিত হচ্ছিল। দেশের মোট শিল্প উৎপাদনের শতকরা ৮০ ভাগই উৎপাদন করত সমাজতান্ত্রিক সেক্টর। কিন্তু তখনও পুঁজিপতিরা যা নিয়ন্ত্রণ করত তা মোট শিল্প উৎপাদনের ২০ শতাংশের কম হবে না।

আমাদের কৃষির অবস্থা ছিল আরও খারাপ। এ কথা ঠিক, ইতিমধ্যেই ভূস্বামী শ্রেণিকে ধ্বংস করা হয়েছে। কিন্তু অন্যদিকে, কৃষি পুঁজিপতি শ্রেণি, কুলাক শ্রেণি, তখনও যথেষ্ট শক্তিধর। সব মিলিয়ে, সেই সময় কৃষি ছিল ক্ষুদ্র ব্যক্তি-কৃষি খামারের সীমাহীন সমুদ্রের মতো। এদের হাতে ছিল পিছিয়ে পড়া, মধ্যযুগীয় যন্ত্রপাতি। যৌথ কৃষি খামার ও রাষ্ট্রীয় কৃষি খামার ছিল এই সমুদ্রের মধ্যে ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো। সঠিকভাবে বলতে গেলে, জাতীয় অর্থনীতিতে এদের কোনও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল না। যৌথ খামার আর

ছয়ের পাতায় দেখুন

নোট বাতিলের জেরে কাজ হারিয়েছেন ৪ লক্ষ মানুষ

দিল্লির ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব পাবলিক ফিনান্স অ্যান্ড পলিসি (এন আই পি এফ পি) সংস্থার রিপোর্ট বলছে, নোট বাতিলের ফলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড কমবে। বাড়বে বেকারত্ব। সংস্থার অর্থনীতির গবেষক অধ্যাপক পিনাকী চক্রবর্তীর বিশ্লেষণ, 'একশো দিনের কাজের পরিসংখ্যান দেখলে বোঝা যাবে, অক্টোবর-নভেম্বরে অনেক কম লোক কাজে নিযুক্ত হয়। কারণ এই সময়টা চাষের সময়। এখন নোট বাতিলের ফলে কৃষিতে আয়ের সুযোগ অনেক বেশি নষ্ট হবে। যখন চাষের মরসুম নয়, সেই সময় এই সিদ্ধান্ত নিলে গ্রামের অর্থনীতিতে অনেক কম ধাক্কা লাগত।' তিনি বলেছেন, 'রোজ রোজ ডিমানিটাইজেশন সম্ভব নয়। ফলে, ভবিষ্যতেও কালো টাকা থাকবে, নগদেও থাকবে। 'সেন্টার ফর মনিটরিং ইন্ডিয়ান ইকনমি' (সিএমআইই)-এর রিপোর্ট, নোট বাতিলের ফলে অর্থনীতির অন্তত ১.২৮ লক্ষ কোটি টাকা ক্ষতি হবে। ইঞ্জিনিয়ারিং এক্সপোর্ট প্রোমোশন কাউন্সিল জানিয়েছে, পুরনো ৫০০-১০০০ টাকার নোট অচল হয়ে যাওয়ায় ৪ লক্ষ মানুষ কাজ হারিয়েছেন। এরা মূলত দৈনিক বা সাপ্তাহিক মজুরিতে কাজ করেন।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রাক্তন ডেপুটি গভর্নর কে সি চক্রবর্তীর বক্তব্য, 'নোট বাতিলের ফলে ২ থেকে ৩ লক্ষ কোটি টাকার সম্পদ নষ্ট হবে। এই অর্থ খরচ হলে অর্থনীতির লাভ হত।' কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ পর্যন্ত বলেছেন, নোট বাতিলের ফলে উৎপাদন কমার আশঙ্কা রয়েছে।

পরিসংখ্যানবিদ প্রণব সেনের যুক্তি, আজ কোনও ব্যবসায়ী নিজের জিনিস বেচতে না পারলে কাল তিনি বাজারে গিয়ে কেনাকাটা করবেন না। ধারাবাহিকভাবে এই প্রতিক্রিয়া সুদূরপ্রসারী হবে। বাজারে নোটের জোগান স্বাভাবিক হলেও প্রতিক্রিয়াটা থেকেই যাবে। বিশেষ করে গ্রামের অর্থনীতিতে এর জোর ধাক্কা লাগবে। (আনন্দবাজার পত্রিকা- ২৫।১১।১৬)

নষ্ট হচ্ছে শ্রমদিবস, কমবে উৎপাদনশীলতা, বাড়বে বেকারি

রেটিং সংস্থা ফিচ বলেছে, নোট বাতিলের ফলে 'সাময়িকভাবে' ভারতীয় অর্থনীতিতে প্রচণ্ড অস্থিরতা তৈরি হয়েছে। এই অস্থিরতা যদি দীর্ঘদিন জারি থাকে তাহলে দেশের জাতীয় উৎপাদনের উপরও তার প্রভাব পড়বে। এই পদক্ষেপের ফলে সরকারের আয় বাড়বে, ব্যাঙ্কগুলিরও ঋণ দেওয়ার ক্ষমতা বাড়বে। কিন্তু, আমাদের অনুমান দেশের বিনিয়োগযোগ্যতা বাড়াতে এটা যথেষ্ট হবে না। ২২ নভেম্বরের ফিচ জানিয়েছে, দেশে মোট যে পরিমাণ নোট চালু ছিল তার ৮৬ শতাংশই অচল ঘোষণা করায় তীব্র নগদ সংকট তৈরি হয়েছে। এই সংকটের কারণে গত দশ-বারো দিনে দেশের অর্থনৈতিক কাজকর্মও বেশ খানিকটা ব্যাহত হয়েছে। হাতে যথেষ্ট নগদ না-থাকায় উপভোক্তারা পণ্য কেনা কমিয়ে দিয়েছে, সমস্যায় পড়েছেন পণ্যের জোগানদাররাও এবং চাষের জন্য সার-বীজ কিনতে পারছেন না চাষিরা। ব্যাঙ্ক-এটিএমে টাকা তোলার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইন দিতে গিয়ে অনেক শ্রমদিবস নষ্ট হয়েছে। তার একটা প্রভাব পড়েছে সংস্থাগুলির উৎপাদনশীলতার উপরও। ....নোট বাতিলে বহু সংস্থা ও ব্যক্তি সরকারের কাছে তাদের আয় ঘোষণা করবেন। এর ফলে সরকারের কর বাবদ রাজস্ব আদায় বাড়বে। কিন্তু এই বৃদ্ধি দীর্ঘস্থায়ী হবে না। কারণ, মোট জাতীয় উৎপাদন কমে যাওয়ায় সরকারের মোট রাজস্ব আদায়ও কমবে। ...পুরনো নোট বাতিলেই কালো টাকা উবে যাবে না। কালো টাকার কারবারিরা নতুন ২০০০ বা ৫০০ টাকার নোটেও অথবা সোনা বা অন্য স্থাবর সম্পত্তিতে নিজেদের কালো টাকা লুকিয়ে রাখতে পারবেন। (এই সময়-২৩।১১।১৬)

শিল্পমহলের দাবি

শিল্পমহল দাবি তুলেছে, শিল্পের জন্য ঋণে সুদের হার কমানো হোক। বণিকসভা ফিকির সভাপতি হর্ষবর্ধন নেওটিয়ার যুক্তি, 'অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে আঘাত ঠেকাতে সুদ কমানোর আর্জি জানাচ্ছি। তাহলে বাজারে চাহিদা ধরে রাখা যাবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অন্তত ৫০ বেসিস পয়েন্ট সুদের হার কমানো উচিত। তার সঙ্গে আবাসন, গাড়ি, দীর্ঘ সময় ধরে ভোগ্যপণ্য কেনায় সহজে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা দরকার।' (আনন্দবাজার পত্রিকা-২৫।১১।১৬)

সাধারণ মানুষের সাহায্যে এগিয়ে না এলেও শিল্পপতিদের সাহায্য করতে তৎপর সরকার।

ক্যাগ সংসদে ২২ নভেম্বর একটি রিপোর্ট পেশ করেছে, এতে জানা গেছে রিলায়েন্স ৫ হাজার ২৪৫ কোটি টাকা ট্যাক্স ছাড় পেয়েছে।

চাষবাস ব্যাহত হচ্ছে, নৈরাজ্য অর্থনীতিতে

গোল্ডম্যান স্যাকস, মুডিজ, আইসিআরএ বা ইক্রা-র মতো অর্থনীতির মূল্যায়নকারী সংস্থার মতে, গত বছরের ৭.৬ শতাংশ বৃদ্ধির হার এ বছর ৬.৮ শতাংশে নেমে আসতে পারে। মুডিজ, ইক্রা, ক্রিসিল-এর মতো সংস্থাগুলির মতে, বৃদ্ধির হার ৭ শতাংশ বা তার আশেপাশেই থমকে যাবে। অন্বিত ক্যাপিটালের আশঙ্কা অর্থ বছরের শেষ ছয় মাসে বৃদ্ধির হার ৩.৫ শতাংশে নেমে যাবে। আগামী অর্থ বছর অর্থাৎ ২০১৭-১৮তেও এর রেশ থাকবে। ফলে বৃদ্ধির হার ৫.৮ শতাংশেই থেমে থাকবে। প্রত্যেকটি সংস্থারই যুক্তি, মূলত নগদের জোগান কমে যাওয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিতে অর্থনৈতিক কাজকারবার হোঁচট খাওয়াতেই এই আশঙ্কা। (আনন্দবাজার পত্রিকা-২৫।১১।১৬)

২৫ নভেম্বর রেটিং সংস্থা মুডিজ ইনভেস্টরস সার্ভিস জানিয়েছে, পুরনো ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট বাতিলের ফলে ব্যবসা, শিল্পোৎপাদন, আর্থিক পরিষেবা প্রভৃতি বিভিন্ন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিশাল ওলটপালট হবে এবং তার জেরে দেশের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার কমবে। ....আগামী কয়েক মাস চাষ, ব্যবসা, শিল্প প্রভৃতি অর্থনৈতিক কাজকর্ম বেশ খানিকটা ধাক্কা খাবে। এর জেরে আগামী কয়েকটি ত্রৈমাসিকে দেশের অর্থনৈতিক বৃদ্ধি কমবে এবং তার ফলে সরকারের রাজস্ব আদায়ও কমবে। (এই সময়-২৫।১১।১৬)

সরকার রিলায়েন্সকে ছাড় দিল ৫২৪৫ কোটি টাকা

আম্বানিদের মতো বৃহৎ পুঁজিপতিদের ভাণ্ডার আরও ভরিয়ে তুলতে বিজেপি সরকারের প্রশাসন কত দক্ষতার সাথে নানা অপকর্ম চালায়, কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল বা ক্যাগ-এর রিপোর্টে তা বেরিয়ে এসেছে। ২২ নভেম্বর ক্যাগ সংসদে রিপোর্ট পেশ করে জানিয়েছে, দেশের আয়কর দপ্তর বেশ কয়েকটি কোম্পানিকে অন্যায় ভাবে বিপুল পরিমাণ ট্যাক্স ছাড় দিয়েছে। ফলে রাজকোষের ক্ষতি হয়েছে শত শত কোটি টাকা। এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সুবিধা পেয়েছে আম্বানিদের রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড।

ক্যাগ জানিয়েছে, ব্যক্তিগত ব্যবসার জন্য তৈরি করা রেলওয়ে সাইডিং ও জেটির ক্ষেত্রে মুনাফার পরিমাণ কম করে দেখিয়ে এসব কোম্পানিকে করছাড় দেওয়া হয়েছে। আয়কর দপ্তরের যুক্তি— এই সাইডিং ও জেটি জনস্বার্থে তৈরি, তাই নাকি এই ছাড়। ক্যাগ জানিয়েছে, এ কথা সম্পূর্ণ অসত্য। তারা দেখিয়েছে, গুজরাটে নিজেদের তেল শোধনাগারের কাছে সিক্কা বন্দরে রিলায়েন্স চারটি জেটি তৈরির চুক্তি করেছে রাজ্যের মেরিটাইম বোর্ডের সঙ্গে। কোম্পানির নিজের মুনাফার স্বার্থে ব্যবহৃত হলেও, জনস্বার্থে এই জেটি বানানো হয়েছে এই যুক্তি সাজিয়ে আয়কর দপ্তর তাদের ৫২৪৫.৩৮ কোটি টাকা ছাড় দিয়েছে। একই ভাবে আয়কর দপ্তর আদিত্য বিড়লা গ্রুপের একটি কোম্পানিকে অন্যায় ভাবে ৭৩ কোটি টাকা কর ছাড় দিয়েছে।

সরকারি কোষাগারের বিপুল ক্ষতি করে কোটি কোটি টাকার মালিকদের এই ছাড় দেওয়া হল কেন? 'জনতার প্রতিনিধি' হয়ে সরকারের কর্তাব্যক্তিরা কাদের হয়ে কাজ করছেন? আয়কর দপ্তরের অ্যাসেসিং অফিসার আইনের অপব্যাখ্যা করে যখন বলেন, 'জনস্বার্থ ও ব্যক্তিস্বার্থের পার্থক্য করা আমাদের কাজ নয়' তখন বোঝা যায় কীভাবে আম্বানিরা এই ধরনের আমলা এবং নীতিভ্রষ্ট নেতা-মন্ত্রীদের গোলাম বানিয়ে জনসাধারণের সম্পদ লুঠ করে।

মানুষ উদয়াস্ত খেটেও দু'বেলা দু'মুঠো অন্নের জন্য হা-হুতাশ করে, আর সরকারি প্রশাসনের মদতে টাকার পাহাড় জমা হয় আম্বানি-বিড়লাদের মতো মালিকদের প্রাসাদে।

কমরেড সঞ্জিত বিশ্বাসের অবস্থা সঙ্কটজনক

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির বিশিষ্ট সদস্য কমরেড সঞ্জিত বিশ্বাস গুরুতর অসুস্থতা নিয়ে ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিক অ্যান্ড হসপিটালে চিকিৎসাধীন আছেন গত ১১ অক্টোবর থেকে। তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটায় পার্টির মেডিকেল ফ্রন্টের কনভেনর ডাঃ অশোক সামন্ত ২৭ নভেম্বর একটি মেডিকেল বুলেটিন প্রকাশ করে জানিয়েছেন— ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজ, ব্রঙ্কিয়াকটাসিস, ক্রনিক আর্টারিয়াল ফিবরিলেশন, হাইপোথাইরয়েড, অ্যানিমিয়া (থ্যালাসেমিয়া), প্রস্টেটোমেগালি প্রভৃতি গুরুতর রোগের কারণে কমরেড সঞ্জিত বিশ্বাসকে কয়েক দফায় হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। সর্বশেষ ১১ অক্টোবর গুরুতর নিউমোনিয়া, সেপটিসেমিয়া জনিত শ্বাসকষ্টের জন্য আবার ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিক অ্যান্ড হসপিটালে ভরতি করা হয়।

বিশিষ্ট পালমোনোলজিস্টদের একটি দল যথা ডাঃ পার্থসারথি ভট্টাচার্য, ডাঃ সুমিত সেনগুপ্ত (আমরি হাসপাতাল), ডাঃ সুরেশ রামাসুব্বান (অ্যাপোলো হাসপাতালের ক্রিটিকাল কেয়ার বিভাগের প্রধান), ডাঃ শৈবাল ঘোষ, ডাঃ দেবাশিষ ঘোষ (অ্যাপোলো হাসপাতালের হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ) ও হার্ট ক্লিনিকের নিজস্ব চিকিৎসকবৃন্দ সম্মিলিতভাবে তাঁর চিকিৎসা পরিচালনা করেন। ২ নভেম্বর তাঁর অবস্থার অবনতি ঘটলে তাঁকে ইনভেসিভ ভেন্টিলেশনে রাখতে হয়। বহু প্রচেষ্টার পর তাঁকে ভেন্টিলেশন থেকে মুক্ত করা সম্ভব হলেও, নিউরো মাসকুলারি দুর্বলতা, খুবই কম প্রতিরোধ ক্ষমতা ও ফুসফুসের গভীর অসুখের জন্য তাঁকে দিন-রাতের বেশি সময় অক্সিজেন ও নন-ইনভেসিভ ভেন্টিলেশনে রাখতে হয়।

আজ ২৭ নভেম্বর টানা ৪৮ দিন হাসপাতালের চিকিৎসায় থাকার পরও তাঁর অবস্থার আবার অবনতি হয়। তাঁকে হাসপাতালের ক্রিটিকাল কেয়ার ইউনিটে (লেভেল ৩) স্থানান্তরিত করতে হয় সর্বক্ষণ নজরদারির জন্য। বর্তমানে তাঁর চিকিৎসা প্রক্রিয়া যা চলছে, অন্যান্য গুরুতর লক্ষণগুলিও যা আছে, তাতে কমরেড সঞ্জিত বিশ্বাসের অবস্থা সংকটজনক।

কমরেড ফিদেল কাস্ত্রোর অমর রহে

কমরেড ফিদেল কাস্ত্রোর জীবনাবসানে আসামের গুয়াহাটিতে শোকমিছিল, ২৬ নভেম্বর।

নভেম্বর বিপ্লবের শতবর্ষ উপলক্ষে সভা ত্রিপুরায়

মহান নভেম্বর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের শতবর্ষ উপলক্ষে ১৫ নভেম্বর ত্রিপুরার উদয়পুরের চকবাজারে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন দলের উদয়পুর জেলা সম্পাদক কমরেড বিভুলাল দে ও রাজ্য সংগঠনী কমিটির সদস্য কমরেড সুব্রত চক্রবর্তী। ১৬ নভেম্বর ধর্মনগরের মায়া সিনেমা হল চৌমুহনীর সভায় বক্তব্য রাখেন উত্তর ত্রিপুরা জেলা সম্পাদক কমরেড সঞ্জয় চৌধুরী ও রাজ্য সংগঠনী কমিটির সম্পাদক কমরেড অরুণ ভৌমিক। চৌমুহনীতেও সভা অনুষ্ঠিত হয়।

কর্ণাটকে নভেম্বর বিপ্লব শতবর্ষ উদযাপিত

নভেম্বর বিপ্লবের শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে ২৩ নভেম্বর বাঙ্গালোরে মহান বিপ্লবীদের ছবি সংবলিত সুসজ্জিত মিছিল

নোট বাতিলের বিরুদ্ধে রাজ্যে রাজ্যে বিক্ষোভ

উপযুক্ত ব্যবস্থা ছাড়াই ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট বাতিল করে জনজীবনে চূড়ান্ত অসুবিধা সৃষ্টি করার জন্য মোদি সরকারের বিরুদ্ধে গুজরাটে যৌথ বিক্ষোভ দেখাল এস ইউ সি আই (সি) সহ বাম দলগুলি। ২২ নভেম্বর।

বিহারের মুঙ্গেরে নওয়াগড়ি ভগৎ সিং চক বাজারে এস ইউ সি আই (সি) এবং ডি ওয়াই ও-র পক্ষ থেকে ২৩ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রীর কুশপুতুল পোড়ানো হয়। বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন দলের বিহার রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য এবং ডি ওয়াই ও-র রাজ্য কনভেনর কমরেড উমাশংকর ভার্মা।

দলের ছত্তিশগড় রাজ্য কমিটির উদ্যোগে নোট বাতিলের প্রতিবাদে ১৭ থেকে ২৩ নভেম্বর বিরোধ সপ্তাহ পালন করা হয়। দুর্গ-ভিলাই, বিলাসপুর, ধমতরী এবং কাংকেরে বিক্ষোভ দেখানো হয়। ২১ নভেম্বর দুর্গের ((ছবি) সিকালাভাটা বাজারে প্রধানমন্ত্রীর কুশপুতুল পোড়ানো হয়। কালো টাকার মালিকদের নামপ্রকাশ ও শাস্তি এবং টাকা বাতিলের জেরে মৃত ব্যক্তিদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবিতে ২৩ নভেম্বর দুর্গে জেলাশাসক দপ্তরে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

নোট বাতিলের প্রতিবাদে ২৮ নভেম্বর দেশ জুড়ে প্রতিবাদ দিবস পালিত

সর্বভারতীয় প্রতিবাদ দিবসে রাজ্যে রাজ্যে কোথাও অন্যান্য বাম দলগুলির সঙ্গে যৌথভাবে, কোথাও এককভাবে এস ইউ সি আই (সি) বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে। পশ্চিমবঙ্গে এ দিন সমস্ত জেলায় মোট ৩৪২টি শহর ও গঞ্জে সারাদিন বিক্ষোভ ও অবস্থান কর্মসূচি পালিত হয়। রাজ্যপাল ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নরের কাছে স্মারকলিপি দিয়ে নোট বাতিলের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি জানানো হয়। (উপরে) শিয়ালদহ কোলে মার্কেটে সারাদিনব্যাপী অবস্থান ও প্রতিবাদ সভা।

গুজরাটের আমেদাবাদে এস ইউ সি আই (সি) এবং সিপিআই-এর উদ্যোগে যুক্ত বিক্ষোভ

হরিয়ানার ভিওয়ানিতে এস ইউ সি আই (সি) সহ বামপন্থী দলগুলির যুক্ত মিছিল

কমরেড ফিদেল কাস্ত্রো লাল সেলাম

একের পাতার পর

কমরেড ফিদেল, আপনার রাজনৈতিক অবস্থানই মানবজাতির শত্রুদের কাছে আপনাকে শত্রু করেছে। পুঁজিপতি শ্রেণি, সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যারা এই মানবজাতির বাসস্থল পৃথিবীকে অন্ধকারে ঠেলে দিতে চায়, পৃথিবীকে মানবজাতির পক্ষে অসহনীয় করে তুলতে চায়, তাদের সকলের কাছে আপনি দুশমন। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা আপনার অস্তিত্বকে এতই ভয়ের চোখে দেখেছে যে, তারা বারবার আপনাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছে, কিন্তু পারেনি। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নাকের ডগায় ছোট্ট দেশ কিউবাকে সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতার দুর্গে পরিণত করেছিলেন আপনি।

অসাম্য ও বৈষম্যহীন কিউবার সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা সমগ্র লাতিন আমেরিকা ও বিশ্বের জনগণকে অনুপ্রাণিত করেছে। কমিউনিস্ট বিপ্লবী হিসাবে ফিদেল আজীবন আন্তর্জাতিকতার পতাকা তুলে ধরেছেন। লাতিন আমেরিকা, আফ্রিকার দেশে দেশে দরিদ্র মানুষের জন্য কিউবার চিকিৎসক দল সর্বদা প্রস্তুত থেকেছে। অ্যাঙ্গোলা, নামিবিয়ায় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পাশে দাঁড়িয়ে লড়েছে কিউবা। সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিবিপ্লবী গরবাচেভ আমলেই যখন কিউবা সোভিয়েট সাহায্য বঞ্চিত হয়ে কঠিন সমস্যায় পড়ে, তখনও ফিদেল কাস্ত্রো বলেছেন "হয় সমাজতন্ত্র, নয় মৃত্যু"— যা সমগ্র বিশ্বের বিপ্লবীদের প্রেরণা দিয়েছে। তিনি বলেছেন, "আমার শরীরে নৈতিকতার একটা বর্ম আছে, যা আমাকে সর্বদা রক্ষা করে।" ফিদেল বলেছেন, "বিপ্লবী ন্যায় আইনি দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভরশীল নয়, নৈতিক বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল"।

কমরেড ফিদেল মৃত্যুহীন। মুক্তিকামী মানুষের লড়াইয়ের ময়দানে আপনি জীবন্ত হয়ে দেখা দেবেন, বারবার ফিরে আসবেন।

সোভিয়েত সংবিধান প্রসঙ্গে আনা লুই স্ট্রং

তিনের পাতার পর

তারা যদি স্বেচ্ছায় খেটে দিতে পারে, তা হলে তাদের ওই সব দাবি পূরণ করা সম্ভব। সোভিয়েট গণতন্ত্রের বিচার হয় কত লোক নির্বাচনে ভোট দেয় তা দেখে নয়। ১৯২৬ সালের নির্বাচনে শতকরা ৫১ জন ভোট দিতে এসেছিল, ১৯৩৪ সালে ভোট দিতে এল তার চেয়ে অনেক বেশি, শতকরা ৮৫ জন। নির্বাচিত প্রতিনিধি সরকারি কাজে সাহায্য করার জন্য কত স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করতে পারে, তা দেখে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, ট্যাক্স ও ঘরবাড়ি সংক্রান্ত সরকারি-দফতরের অনেকটা কাজই এই স্বেচ্ছাসেবকরা করে দেয়। এর ফলে যে আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছিল, সেটা লক্ষ করে হাওয়ার্ড কে, স্মিথ তৃতীয় দশকের শেষ দিকে তাঁর মস্কোর অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে বলেছিলেন, 'মনে হচ্ছিল যেন প্রত্যেকটা লোক সে যত সামান্যই হোক— নিজেকে রাষ্ট্র-গঠনের একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত বেশ একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বলে বোধ করছে। ... আবহাওয়া দেখে আমার শুধু একটা কথাই মনে হচ্ছিল ...হ্যাঁ, এই হচ্ছে গণতন্ত্র"।

১৯২২ সালের সংবিধানের পর দেশে বড় বড় পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল। দেশের মূল সম্পদের মালিক হয়েছিল সর্বসাধারণ। লোকে আর নিরক্ষর ছিল না। কর্মস্থান থেকে পরোক্ষ, অসম ভোট-দেওয়ার নিয়ম অচল হয়ে পড়েছিল। সর্বত্রই লোকে তাদের জাতীয় বীরদের খবর রাখত, তাদের পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে ভোট দিতে সমর্থ হয়েছিল। ১৯৩৫ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি সোভিয়েট কংগ্রেস সিদ্ধান্ত করল যে, জাতীয় পরিবর্তিত জীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সংবিধানটা পরিবর্তন করা উচিত। ৩১ জন ইতিহাস, অর্থনীতি ও রাজনীতির বিশেষজ্ঞদের একটা কমিশনের উপর নতুন সংবিধানের একটা খসড়া তৈরি করার ভার দেওয়া হল। স্ট্যালিন হলেন তার চেয়ারম্যান। বলে দেওয়া হল, নতুন সংবিধান যেন জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষায় আরও বেশি করে সাড়া দিতে পারে, সংবিধান যেন সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রের উপযোগী হয়।

সংবিধান অবলম্বনের পদ্ধতিটা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সমবেত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিভিন্ন দেশের মানুষ যেসব ঐতিহাসিক কাঠামোর মধ্যে — তা রাষ্ট্রেরই হোক বা ঐচ্ছিক সঙ্ঘের হোক — নিজেদের সংগঠিত করেছে, কমিশন এক বছর ধরে সে সমস্ত আলোচনা করল। তারপর, ১৯৩৬ সালের জুন মাসে সরকার কর্তৃক একটা প্রস্তাবিত খসড়া পরীক্ষামূলক ভাবে গৃহীত হল এবং ওই খসড়ার ৬ কোটি কপি জনসাধারণের কাছে পেশ করা হল। ৫ লক্ষ ২৭ হাজার সভায় সমবেত হয়ে ৩ কোটি ৬০ লক্ষ ব্যক্তি সেটা আলোচনা করল। কয়েক মাস ধরে প্রত্যেকটি সংবাদপত্র নাগরিকদের চিঠিতে ভরে থাকত। ১ লক্ষ ৫৪ হাজার সংশোধন প্রস্তাব এল — তাদের অনেকগুলোই অবশ্য মূলত এক রকমের। অনেকগুলো আবার ঠিক সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত না হয়ে আইনের গ্রন্থে যাওয়ার বেশি উপযুক্ত। জনসাধারণের এই আগ্রহের ফলে ৪৩টা সংশোধন কার্যত গৃহীত হল।

১৯৩৬ সালের ডিসেম্বর মাসে ক্রেমলিন প্রাসাদের বিরাট হলঘরে সংবিধান-সম্মেলনে ২ হাজার ১৬ জন প্রতিনিধি মিলিত হলেন। শিল্পে, কৃষিকর্মে, বিজ্ঞানে যাঁরা প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন, সেই নতুন মানুষের কংগ্রেস ছিল এটা। চাষিরা এ কংগ্রেসে আর 'শস্য-উৎপাদক' এই সাধারণ নামে অভিহিত হয়ে এলেন না, তাঁরা এলেন বিশেষজ্ঞ, ট্র্যাক্টর চালক, কম্বাইন চালক হিসেবে — তাঁদের বেশিরভাগ 'সবার সেরা' কর্মী হিসেবে নাম করেছিলেন। বড় বড় কারখানার পরিচালকরা এলেন, বিখ্যাত শিল্পীরা, অস্ত্র-চিকিৎসকরা এলেন, বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি এলেন। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষ দিকে এঁরাই ছিলেন সোভিয়েট রাষ্ট্রের নতুন প্রতিনিধিস্থানীয় লোক।

সংবিধানে, দেশে যেসব পরবর্তন ঘটেছিল, তার ছাপ পড়ল। তার আরম্ভে থাকল— রাষ্ট্রের কাঠামো আর সম্পত্তির নানা মূলগত রূপের কথা। ভূমি, মৌলিক সম্পদ, শ্রমশিল্প হল 'রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি, সমগ্র জনসাধারণের সম্পদ।' যৌথ খামারের সমবায়মূলক সম্পত্তি এবং নাগরিকদের আয়, বাড়িঘর আর ব্যবহারের জিনিসপত্রে অধিকার 'আইন দ্বারা রক্ষিত' হল। **নির্বাচন হবে "আঠারো বছরের বেশি বয়সের সমস্ত নাগরিকের প্রত্যক্ষ, সম ও গোপন ব্যালট দ্বারা"**

সংবিধানের মধ্যে 'নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্য' সংক্রান্ত পরিচ্ছেদের প্রত্যেকটি ধারা সকলের হর্ষধ্বনির মধ্য দিয়ে গৃহীত হল। এর আগে কোনও জাতি তার নাগরিকদের এতগুলো অধিকার ভোগ সম্বন্ধে গ্যারান্টি দেয়নি। 'বাঁচার অধিকার' সংরক্ষিত হল চারটি উপধারায় — কাজ করার অধিকার, ছুটি ভোগ করার অধিকার, শিক্ষার অধিকার এবং বাস্তব সাহায্য পাওয়ার অধিকার। স্বাধীনতার অধিকার ব্যাখ্যা করা হল ছয়টি অনুচ্ছেদে। তার অন্তর্ভুক্ত হল, বিবেকের স্বাধীনতা, উপাসনার স্বাধীনতা, কথা বলার বা বক্তৃতা করার স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, একত্র মেলামেশা, বিক্ষোভ প্রদর্শন ও সংগঠন করার স্বাধীনতা, যথেচ্ছ গ্রেপ্তার হতে মুক্ত থাকা, গৃহ-জীবন এবং পত্রালাপ সম্পর্কে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা — এই সমস্ত স্বাধীনতাই জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্যে বিহিত হল।

জার্মানিতে তখন নাৎসি-ফ্যাসিজম ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত — এই সংবিধান হল তার সরাসরি জবাব। নাৎসিরা বলত, গণতন্ত্র জীর্ণ হয়ে গেছে। সমস্ত সোভিয়েট বক্তা গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রকে 'অজেয়' বলে অভিনন্দন জানালেন। হিটলার বলেছিলেন, বড় জাতি ছোট জাতির কথা, স্ট্যালিন তার জবাব দিলেন— সব মানুষ সমান, এই মর্মে অশ্রুতপূর্ব এক ব্যাপক বিবৃতি প্রচারিত হল — 'ভাষা, গায়ের রঙ, সাংস্কৃতিক অনুন্নতি বা রাজনৈতিক বিকাশের স্তর — কোনও কিছুই জাতিগত ও বর্ণগত অসাম্যের সঙ্গত কারণ হতে পারে না'।

এই ঘটনাকে অভিনন্দন জানাবার জন্য সোভিয়েট দেশের সর্বত্র লক্ষ লক্ষ মানুষ অবিরাম জনস্রোতে শীতের রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। পৃথিবীর প্রগতিকামী মানুষ সাদর অভ্যর্থনা জানাল। সুদূর চীনে বসে শ্রীমতী সান-ইয়াৎ সেন বললেন, "এ হচ্ছে মানব-জাতির সব চেয়ে বড় সিদ্ধি"। জেনেভার শান্ত হ্রদের ধার থেকে রমা রল্যাঁ বললেন— "স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শ এতকাল ছিল মানুষের স্বপ্নের বস্তু মাত্র, এই সংবিধান থেকে তারা প্রাণ পেল।"

নতুন সংবিধান প্রসঙ্গে

তিনের পাতার পর

রাষ্ট্রীয় খামার ছিল দুর্বল। অন্যদিকে কুলাকরা যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল। সেই সময় আমরা কুলাকদের ধ্বংস করার কথা বলতাম না, বলতাম তাদের নিয়ন্ত্রণের কথা।

আমাদের দেশের বাণিজ্য সম্পর্কেও একই কথা বলতে হবে।

তখন বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক সেক্টর নিয়ন্ত্রণ করত ৫০ বা ৬০ শতাংশ। এর বেশি নয়। বাদবাকি ক্ষেত্র দখল করেছিল মুনাফাখোর বণিক ও অন্যান্য ব্যক্তি-ব্যবসায়ীরা। ১৯২৪ সালে এই ছিল আমাদের দেশের অর্থনৈতিক চেহারা।

এখন, ১৯৩৬ সালে, অবস্থা কী?

সেই সময় আমরা ছিলাম নয়া আর্থিক নীতির প্রথম পর্বে, তার শুরুর সময়ে। সেই সময় ছিল পুঁজিবাদের খানিকটা পুনরুজ্জীবনের সময়। কিন্তু এখন আমরা আছি নয়া আর্থিক নীতির শেষ পর্বে, তার সমাপ্তি পর্বে। এই সময় হল জাতীয় অর্থনীতির সমস্ত ক্ষেত্র থেকে পুঁজিবাদকে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করার পর্যায়।

শুরুতেই বোঝা দরকার, এই সময়ে আমাদের শিল্প বিকশিত হয়ে একটা বিশাল শক্তিতে পরিণত হয়েছে।

এখন একে দুর্বল আর প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে পশ্চাৎপদ বলা যাবে না। বিপরীতে, এখন আমাদের শিল্পের ভিত্তি হল নতুন, উন্নত, আধুনিক যন্ত্রপাতি। এই শিল্পের আছে শক্তিশালী বিকশিত ভারী-শিল্প। এবং আরও বলতে কী, আছে বিকশিত মেশিন তৈরির শিল্প। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল শিল্পের ক্ষেত্রে পুঁজিবাদ পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেছে। শিল্পের সমস্ত ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের এখন নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব আছে। ঘটনা হল, যুদ্ধপূর্ব উৎপাদনের তুলনায় বর্তমান সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন সাত গুণেরও বেশি হয়েছে। একে কম গুরুত্বপূর্ণ ভাবলে চলবে না।

পশ্চাৎপদ যন্ত্রপাতি ও কুলাকদের প্রবল প্রভাবাধীন ব্যক্তি-কৃষি খামারের মহাসমুদ্রের পরিবর্তে কৃষিক্ষেত্রে এখন আমাদের আছে যন্ত্রচালিত বৃহদায়তন উৎপাদন। এই ধরনের বৃহদায়তন উৎপাদন দুনিয়ার কোথাও নেই। এই উৎপাদন হল সর্বাধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন সর্বব্যাপক যৌথ ও রাষ্ট্রীয় খামার। সবাই জানেন, কৃষিতে কুলাক শ্রেণিকে ধ্বংস করা হয়েছে। আবার পশ্চাৎপদ, মধ্যযুগীয় যন্ত্রপাতি সম্পন্ন ক্ষুদ্র কৃষি খামার এখন গুরুত্বহীন। শস্য উৎপাদনের জমির পরিমাণের নিরিখে কৃষিক্ষেত্রে এর অংশ দুই বা তিন শতাংশের বেশি হবে না। যৌথ কৃষিখামারের অধীনে এখন আছে ৫৭০০০০০ অশ্বশক্তি সম্পন্ন ৩,১৬,০০০ ট্র্যাক্টর। আর এর সাথে রাষ্ট্রীয় খামারকে ধরলে আছে ৭৫,৮০০০০ অশ্বশক্তি সম্পন্ন ৪,০০,০০০ ট্র্যাক্টর। এই ঘটনাকে কোনও মতেই দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে দেওয়া যায় না। দেশের বাণিজ্যের কথা ধরলে, এই ক্ষেত্র থেকে ব্যবসায়ী ও মুনাফাখোরদের পুরোপুরি ধ্বংস করা হয়েছে।

সমস্ত বাণিজ্যই এখন রাষ্ট্রের, সমবায় সমিতির ও যৌথ খামারের হাতে। নতুন ধরনের সোভিয়েত বাণিজ্য সৃষ্টি হয়েছে এবং তা বিকশিত হয়েছে। এই বাণিজ্যে কোনও মুনাফাখোর নেই, কোনও পুঁজিপতি নেই। তাই জাতীয় অর্থনীতির সমস্ত ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পূর্ণ বিজয় হল এখন ঘটনা।

এর অর্থ কী?

এর অর্থ হল, মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণকে অবলুপ্ত করা হয়েছে, ধ্বংস করা হয়েছে। সাথে সাথে যন্ত্রপাতি ও উৎপাদন উপায়ের সমাজতান্ত্রিক মালিকানা সোভিয়েত সমাজের সুদৃঢ় ভিত্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। (প্রবল হর্ষধ্বনি)

সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে এই সব প্রবর্তনের ফলে আমরা এখন একটা নতুন সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি পেয়েছি। এই অর্থনীতিতে সংকট নেই, বেকারত্ব নেই। নেই দারিদ্র আর ধ্বংস। এই অর্থনীতি দেশের জনগণকে সমৃদ্ধ ও সংস্কৃতি সম্পন্ন জীবনযাপনে সব ধরনের সুযোগ সুবিধা দেয়।

১৯২৪ সাল থেকে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত প্রধানত এই ধরনের পরিবর্তন আমাদের অর্থনীতির ক্ষেত্রে হয়েছে।

অর্থনীতির ক্ষেত্রে এই ধরনের পরিবর্তনের সাথে সঙ্গতি রেখে সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজের শ্রেণি কাঠামোরও পরিবর্তন হয়েছে।

গৃহযুদ্ধের বিজয়ের ফলে ভূস্বামী শ্রেণি অবলুপ্ত হয়েছে। এ আপনারা জানেন। অন্যান্য শোষক শ্রেণিরও ভূস্বামী শ্রেণির মতো একই পরিণতি হয়েছে। শিল্পক্ষেত্রে পুঁজিপতি শ্রেণির আর অস্তিত্ব নেই। কৃষিক্ষেত্রে কুলাক শ্রেণির অস্তিত্ব আর নেই। বাণিজ্যক্ষেত্রে বণিক ও মুনাফাখোরেরাও আর নেই। এইভাবে সমস্ত শোষক শ্রেণি অবলুপ্ত হয়েছে।

আছে শুধু শ্রমিক শ্রেণি। আছে শুধু কৃষক শ্রেণি। আছে শুধু বুদ্ধিজীবীরা।

এই সময়ে এই সব সামাজিক গোষ্ঠীগুলোর কোনও পরিবর্তন হয়নি, পুঁজিবাদের যুগে যেমন ছিল তেমনই আছে, এইভাবে ভাবা ভুল হবে। যেমন, সোভিয়েত ইউনিয়নের শ্রমিক শ্রেণির কথাই ধরুন। অভ্যাসের বশে, প্রায়ই একে সর্বহারা শ্রেণি বলা হয়। কিন্তু সর্বহারা শ্রেণি বলতে কী বোঝায়? সর্বহারা শ্রেণি হল এমন একটা শ্রেণি যে উৎপাদন যন্ত্র ও উৎপাদন উপকরণ থেকে বঞ্চিত। এমন একটা ব্যবস্থাতেই এই শ্রেণি থাকতে পারে যেখানে উৎপাদন যন্ত্র ও উৎপাদন উপকরণের মালিক হল পুঁজিপতিরা এবং সেখানে পুঁজিপতিরা সর্বহারা শ্রেণিকে শোষণ করে। সর্বহারা শ্রেণি হল এমন শ্রেণি যাদের পুঁজিপতিরা শোষণ করে। কিন্তু আপনারা জানেন, আমাদের দেশে ইতিমধ্যেই পুঁজিপতি শ্রেণিকে নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে। আর তাদের কাছ থেকে যন্ত্রপাতি ও উৎপাদনের উপায় কেড়ে নিয়ে শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্বকারী শক্তি রাষ্ট্রের হাতে হস্তান্তরিত করা হয়েছে। তাই, আমাদের শ্রমিক শ্রেণি যন্ত্রপাতি ও উৎপাদন উপায় থেকে বঞ্চিত হওয়া দূরে থাক তারা সমগ্র জনগণের সাথে একত্রে এর মালিক। আর যেহেতু তারা এর মালিক, যেহেতু পুঁজিপতি শ্রেণি নিশ্চিহ্ন হয়েছে, তাই শ্রমিক শ্রেণির শোষিত হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। যখন এই হল ঘটনা, তখন আমাদের শ্রমিক শ্রেণিকে কি সর্বহারা বলা যায়? পরিষ্কার বোঝা যায়, বলা যায় না। মার্কস বলেছিলেন, যদি সর্বহারা শ্রেণি নিজেকে মুক্ত করতে চায় তবে তাকে পুঁজিপতি শ্রেণিকে ধ্বংস করতে হবে, পুঁজিপতিদের হাত থেকে যন্ত্রপাতি ও উৎপাদনের উপায়কে কেড়ে নিতে হবে, এবং যে অবস্থা সর্বহারা শ্রেণির জন্ম দেয় তা নিশ্চিহ্ন করতে হবে। সোভিয়েত ইউনিয়নের শ্রমিক শ্রেণি নিজের মুক্তির জন্য ইতিমধ্যেই এই অবস্থার

সাতের পাতায় দেখুন

নতুন সংবিধান প্রসঙ্গে

ছয়ের পাতার পর

সৃষ্টি করেছে তা কি বলা যায়?

বলা যায় এবং অবশ্যই বলতে হবে। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। এর অর্থ হল সোভিয়েত ইউনিয়নে সর্বহারা শ্রেণি একটা সম্পূর্ণ নতুন শ্রেণিতে রূপান্তরিত হয়েছে, পরিণত হয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়নের শ্রমিক শ্রেণিতে। এই শ্রমিক শ্রেণি পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে নিশ্চিহ্ন করেছে, যন্ত্রপাতি ও উৎপাদন উপায়ের সমাজতান্ত্রিক মালিকানা কায়েম করেছে এবং সোভিয়েত সমাজকে নিয়ে যাচ্ছে সাম্যবাদের পথে। আপনারা দেখেছেন, সোভিয়েত ইউনিয়নের শ্রমিক শ্রেণি একটা সম্পূর্ণ নতুন ধরনের শ্রমিক শ্রেণি। এই শ্রমিক শ্রেণি শোষণ থেকে মুক্ত। এই ধরনের শ্রমিক শ্রেণি মানবজাতি আগে কখনও দেখেনি।

আসুন আমরা এবার কৃষক সম্পর্কে আলোচনা করি।

কৃষকরা হল ক্ষুদ্র উৎপাদক। তারা জমির উপর বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে, পশ্চাৎপদ যন্ত্রপাতি নিয়ে ছোট ছোট খামারে বিচ্ছিন্নভাবে তারা বাস করে। তারা ব্যক্তি মালিকের দাস। ভূস্বামী, কুলাক, ব্যবসায়ী, মুনাফাখোর, সুদখোর এবং এরকম আরও অনেকের শোষণের হাত থেকে তারা রেহাই পায় না— কৃষকদের সম্পর্কে এই সব কথা বলাই হল প্রচলিত প্রথা।

পুঁজিবাদী দেশগুলোতে কৃষকদের অবস্থা যে এই রকম এতে কোনও সন্দেহ নেই।

সামগ্রিকভাবে বিচার করলে, এই ধরনের কৃষকদের সাথে কি বর্তমান দিনের সোভিয়েত ইউনিয়নের কৃষকদের কোনও মিল আছে? না, মিল আছে একথা বলা যায় না। এই ধরনের কৃষকদের অস্তিত্ব আমাদের দেশে নেই। আমাদের সোভিয়েত কৃষক সম্পূর্ণ নতুন ধরনের কৃষক। আমাদের দেশে কৃষকদের শোষণ করতে পারে এমন কোনও ভূস্বামী, কুলাক, ব্যবসায়ী ও সুদখোর নেই।

তাই আমাদের দেশের কৃষক হল এমন ধরনের কৃষক যারা শোষণ থেকে মুক্ত। আবার, আমাদের সোভিয়েত কৃষকদের অধিকাংশই হল যৌথ খামারের কৃষক। এর অর্থ হল ব্যক্তিশ্রম ও পশ্চাৎপদ যন্ত্রপাতির উপর এর কাজ ও সম্পদ নির্ভর করে না। এর কাজ ও সম্পদের ভিত্তি হল যৌথ শ্রম ও সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি। সবশেষে, আমাদের কৃষক অর্থনীতির ভিত্তি ব্যক্তি সম্পত্তি নয়, যৌথ সম্পত্তি। এই যৌথ সম্পত্তি যৌথশ্রমের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে।

আপনারা দেখেছেন, সোভিয়েত কৃষক হল সম্পূর্ণ নতুন ধরনের কৃষক। এই ধরনের কৃষক মানবজাতি আগে কখনও দেখেনি।

সবশেষে, আসুন আমরা বুদ্ধিজীবী, ইঞ্জিনিয়ার, প্রযুক্তিবিদ, সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের কর্মী, সাধারণভাবে কর্মচারীদের এবং এই ধরনের অন্যান্যদের সম্পর্কে আলোচনা করি। এই সময়ে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেও বিরাট পরিবর্তন হয়েছে। এই বুদ্ধিজীবীরা আর সেই সংকীর্ণচিত্ত বুদ্ধিজীবী নেই, যারা নিজেদের শ্রেণি উর্ধ্ব বলে দেখাবার চেষ্টা করে কিন্তু বাস্তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুঁজিপতি ও ভূস্বামীদের সেবা করে। আমাদের সোভিয়েত বুদ্ধিজীবীরা সম্পূর্ণ নতুন ধরনের বুদ্ধিজীবী। এই বুদ্ধিজীবীরা সম্পূর্ণভাবে শ্রমিক-কৃষকদের সাথে সংশ্লিষ্ট। প্রথম বিষয় হল, বুদ্ধিজীবীদের গঠনের পরিবর্তন হয়েছে। যারা অভিজাততন্ত্র ও বুর্জোয়াদের মধ্য থেকে এসেছেন এমন ধরনের বুদ্ধিজীবীর হার খুবই সামান্য। শ্রমিক শ্রেণি ও কৃষকদের মধ্য থেকে এসেছেন এমন সোভিয়েত বুদ্ধিজীবীদের হার ৮০ থেকে ৯০ শতাংশ।

সবশেষে, বুদ্ধিজীবীদের কাজের বিশেষ প্রকৃতিরও পরিবর্তন হয়েছে। আগে বুদ্ধিজীবীরা সম্পন্ন শ্রেণির সেবা করত, কারণ তাদের সামনে কোনও বিকল্প ছিল না। এখন তারা জনগণের সেবা করবেই, কারণ এখন কোনও শোষক শ্রেণি নেই। প্রধানত এই কারণে এরা এখন সোভিয়েত সমাজের সমঅধিকার সম্পন্ন সদস্য। এই সমাজে শ্রমিক কৃষকদের পাশাপাশি, তাদের সহযোগী হিসাবে, বুদ্ধিজীবীরা নতুন শ্রেণিহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনে নিয়োজিত আছেন।

আপনারা দেখছেন, এরা হলেন সম্পূর্ণ নতুন শ্রমজীবী বুদ্ধিজীবী। এই ধরনের বুদ্ধিজীবীর সন্ধান আপনারা দুনিয়ার কোনও দেশে পাবেন না।

এই সময়ে সোভিয়েত সমাজের শ্রেণি কাঠামোর এই ধরনের পরিবর্তন হয়েছে।

এই সব পরিবর্তনের তাৎপর্য কী?

প্রথমত, এই পরিবর্তনের তাৎপর্য হল শ্রমিক শ্রেণি ও কৃষক সমাজ এবং বিভিন্ন শ্রেণি ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে বিভেদ রেখা ক্রমাগত মুছে যাচ্ছে এবং পুরনো শ্রেণি ও স্বাতন্ত্র্য ক্রমাগত অদৃশ্য হচ্ছে। এর অর্থ হল এই সব বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে দূরত্ব ক্রমাগত কমে যাচ্ছে।

দ্বিতীয়ত, এর তাৎপর্য হল এই সব সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব ক্রমাগত ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে, ক্রমাগত নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে।

এবং সবশেষে, এর তাৎপর্য হল এদের মধ্যে রাজনৈতিক দ্বন্দ্বও ক্রমাগত কমে যাচ্ছে, ক্রমাগত নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। এই হল সোভিয়েত ইউনিয়নের শ্রেণি কাঠামোর পরিবর্তনের অবস্থা।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজ জীবনের পরিবর্তনের চিত্র অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যদি অন্য আর একটা ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন হয়েছে সে সম্পর্কে কয়েকটা কথা না বলা হয়। আমি সোভিয়েত ইউনিয়নে জাতিতে জাতিতে সম্পর্কের কথা বলছি। আপনারা জানেন, সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রায় ৬০টি জাতি, জাতি সত্তা ও জাতি গোষ্ঠী আছে। সোভিয়েত রাষ্ট্র হল বহু জাতি অধ্যুষিত রাষ্ট্র। পরিষ্কার বোঝাই যায়, সোভিয়েত ইউনিয়নে জনগণের ভিতরকার সম্পর্কের প্রশ্ন আমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ না হয়ে পারে না।

আপনারা জানেন, ১৯২২ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রথম কংগ্রেসে, দি ইউনিয়ন অব সোভিয়েত সোস্যালিস্ট রিপাবলিকের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের জনগণের স্বেচ্ছা স্বীকৃতি ও সাম্যের নীতির ভিত্তিতে এর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। বর্তমানে যে সংবিধান চালু আছে তা গৃহীত হয়েছিল ১৯২৪ সালে। এই সংবিধানই ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রথম সংবিধান। যখন সোভিয়েত ইউনিয়নের জনগণের মধ্যে সম্পর্কের যথাযথ বোঝাপড়া হয়নি, যখন গ্রেট রাশিয়ানদের সম্পর্কে অবিশ্বাসের অবশেষ দূর হয়নি, এবং যখন ঐক্য বিনষ্টকারী শক্তিগুলো কাজ করছিল — তখন ছিল একটা সময়। এই পরিস্থিতিতেই ভ্রাতৃত্বমূলক সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা করা দরকার ছিল। এই সহযোগিতার ভিত্তি হবে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামরিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা। একটা অভিন্ন যুক্তরাষ্ট্রীয়, বহু জাতীয় রাষ্ট্রে সোভিয়েত জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে এই সহযোগিতা রূপ পাবে। সোভিয়েত সরকার এই সব কাজের অসুবিধার দিকগুলো বিবেচনায় না রেখে পারে না।

এর আগে বিভিন্ন বুর্জোয়া দেশে বহু জাতীয় রাষ্ট্র নিয়ে অসফল পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে। এর আগে অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির ব্যর্থ পরীক্ষার কথা আমরা জানি। তা সত্ত্বেও সোভিয়েত ইউনিয়ন একটা বহুজাতীয় রাষ্ট্র গঠনের পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কারণ সোভিয়েত ইউনিয়ন জানে, সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা একটা বহু জাতীয় রাষ্ট্র সব ধরনের পরীক্ষায় সফলভাবে উত্তীর্ণ হতে পারবে।

তারপর চৌদ্দ বছর পার হয়ে গেছে। পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানোর ক্ষেত্রে এটা যথেষ্ট সময়। এবং আমরা কী দেখলাম? দেখলাম, সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা এই বহু জাতীয় রাষ্ট্রের পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পূর্ণ সফল হয়েছে। নিঃসন্দেহে এটা লেনিনবাদী জাতীয় পলিসির জয়। (প্রবল হর্ষধ্বনি।)

এই জয়কে কীভাবে ব্যাখ্যা করা হবে?

জাতিতে জাতিতে বিরোধের প্রধান সংগঠক শোষক শ্রেণির অনুপস্থিতি, জাতীয় আবেগ ও পারস্পরিক অবিশ্বাসের বিস্তার ঘটায় যে শোষণ তার অনুপস্থিতি, সব ধরনের দাসত্বের শত্রু ও আন্তর্জাতিকতাবাদী ধারণার যথার্থ বাহক শ্রমিক শ্রেণির হাতে ক্ষমতা, জনগণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে পারস্পরিক সাহায্যের যথার্থ অনুশীলন এবং সবশেষে, রূপে জাতীয়, কিন্তু মর্মবস্তুতে সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতির বিকাশ— এই সমস্ত এবং এই ধরনের আরও নানা বিষয় সোভিয়েত জনগণের জীবনে মৌলিক পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। তাদের মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাসের অনুভূতি আর নেই। তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে পারস্পরিক বন্ধুত্বের অনুভূতি। এবং এইভাবে একটা অভিন্ন যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে জনগণের যথার্থ ভ্রাতৃত্বমূলক সহযোগিতার সৃষ্টি হয়েছে।

এর ফলে, আমরা এখন একটা পুরোপুরি বহুজাতীয় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র পেয়েছি। এই রাষ্ট্র সমস্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। এর স্থায়িত্বকে দুনিয়ার যে কোনও জাতীয় রাষ্ট্র ঈর্ষার চোখে দেখে। (প্রবল হর্ষধ্বনি)

এই সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়নে জাতীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই ধরনের পরিবর্তন হয়েছে।

১৯২৪ সাল থেকে ১৯৩৬ সালের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনৈতিক-সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনের ক্ষেত্রে যেসব পরিবর্তন হয়েছে তা হল এই। (ক্রমশ)

হায়দরাবাদে বামদলগুলির যৌথ মোটরবাইক মিছিল

নোট বাতিলের হঠকারী সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ২৮ নভেম্বরের সারা ভারত প্রতিবাদ দিবসের সমর্থনে তেলেঙ্গানার হায়দরাবাদে এস ইউ সি আই (সি) সহ অন্যান্য বামপন্থী দলগুলির পক্ষ থেকে এক যৌথ মোটরবাইক মিছিল আয়োজিত হয়। মিছিল শেষে বক্তব্য রাখেন দলের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড সি এইচ মুরাহরি। পুলিশ মিছিল থেকে ১৭ জন বামপন্থী কর্মীকে গ্রেপ্তার করে।

বিভ্রান্ত হবেন না

একের পাতার পর

৫০০ এবং ১০০০ টাকার যত নোট বাতিল করেছেন তত সংখ্যক নতুন নোট ছাপলেন না কেন? আপনি বলছেন অত নোট ছাপিয়ে কী হবে? দেশ হবে নগদহীন। তাহলে পাঁচশ গ্রাম আটা, একশ গ্রাম সরষের তেল গরিব মানুষ কিনবে কী দিয়ে? দেশের শ্রমজীবী জনগণের যে ৯৪ শতাংশ অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করে, দৈনন্দিন খরচ চালাতে এদের জীবন জেরবার। এদের কাছে ক্রেডিট কার্ড, ডেবিট কার্ড, ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে লেনদেন নিতান্ত অবাস্তব। একশ তিরিশ কোটির দেশে একশ কোটি জনগণের যেখানে নিশ্চিত আয় নেই তাদের কাছে ডিজিটাল লেনদেন নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ ছাড়া আর কী? মোদিজি বলেছেন, তাঁর নোট বাতিল নাকি কালো টাকার মালিকদের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। সত্য ঠিক উল্টো, তারা আরও নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে। কারণ, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সদ্য প্রাক্তন গভর্নর রঘুরাম রাজন সহ অর্থনীতিবিদরা বলছেন, কালো টাকা নগদে থাকে না।

চমক দিয়ে ভোটে বাজিমাত করার আসল মতলব চাপা দিতেই মোদিজি এখন নিত্যনতুন ফর্মুলা ও কারণ দর্শাচ্ছেন। এও জুমলা বলেই প্রমাণ হবে।

মোদিজির সর্বশেষ চমক স্লোগান— আমিরি হটাও। ১০ লক্ষ টাকা দামের কোট পরে যিনি অতিথি আপ্যায়ন করেন, তিনি আমিরি হটাবেন? এও একটি 'জুমলা'।

৬ ডিসেম্বর দেশ জুড়ে
সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী দিবস পালন করুন

R.N.I. No 5268 / 60
P.R. No. KOL RMS/138/2016-18

বিদায় কমরেড ফিদেল কাস্ত্রো

কলকাতায় বাম দলগুলির যৌথ শোকমিছিল

কমরেড ফিদেল কাস্ত্রোর জীবনাবসানে ২৬ নভেম্বর কলকাতায় বামদলগুলির যৌথ মিছিল ধর্মতলার লেনিন মূর্তির পাদদেশ থেকে শুরু হয়ে মৌলালির রামলীলা ময়দানে গিয়ে শেষ হয়।

কলকাতায় কাস্ত্রো

১৯৭৩ সালে দমদম বিমানবন্দরে কমরেড ফিদেল কাস্ত্রোকে স্বাগত জানাচ্ছেন অন্যান্য বামপন্থী দলের নেতৃবৃন্দ সহ এস ইউ সি আই (সি) পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী।

কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বানে
কমরেড ফিদেল কাস্ত্রো স্মরণে সভা

৪ ডিসেম্বর, সকাল ১০টা

কলকাতা, ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হল

বক্তা ঃ কমরেড প্রভাস ঘোষ

সভাপতি ঃ কমরেড রণজিৎ ধর

উপযুক্ত প্রস্তুতি ছাড়া বনধ ডাকা ঠিক হয়নি
— সৌমেন বসু

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর রাজ্য সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসু ২৫ নভেম্বর এক প্রেস বিবৃতিতে বলেন, আমরা মনে করি পশ্চিমবঙ্গের যা পরিস্থিতি, তাতে উপযুক্ত প্রস্তুতি নিয়ে এই রাজ্যে বনধ ডাকা উচিত ছিল। কিন্তু ইস্যুটি যেহেতু গুরুত্বপূর্ণ, তাই আমরা তার বিরুদ্ধতা করছি না।

নোট বাতিলের ফলশ্রুতিতে প্রায় শত মানুষের প্রাণহানি সহ এই বিপর্যয়ের প্রথমেই আমরা ১৪ নভেম্বর কলকাতায় এবং তারপর থেকে সমস্ত জেলায় একটানা বিক্ষোভের কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছি। পশ্চিমবঙ্গে ২৮ নভেম্বর কেন্দ্রীয় কর্মসূচি অনুযায়ী নোট বাতিলের কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার এবং নোট বাতিলের বিপর্যয়ে মৃতদের পরিবারগুলিকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের দাবিতে আমাদের দল 'সারা ভারত প্রতিবাদ দিবস' হিসাবে সর্বত্র সারাদিন বিক্ষোভ ও অবস্থান করবে। ওইদিনই রাজ্য কমিটির এক প্রতিনিধিদল রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আঞ্চলিক কর্তার কাছে ও কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি রাজ্যপালের কাছে দাবি সংবলিত স্মারকলিপি পেশ করবে।

কমিউনিস্ট পার্টি অফ কিউবার সাধারণ সম্পাদককে
কমরেড প্রভাস ঘোষের শোকবার্তা

প্রিয় কমরেড,

কমরেড ফিদেল কাস্ত্রোর জীবনাবসানে আমরা গভীর শোকাহত। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের ভীতি প্রদর্শন, ষড়যন্ত্র এবং আক্রমণের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে কিউবায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং তাকে রক্ষার প্রশংসনীয় সংগ্রামে নেতৃত্বকারী ভূমিকা পালন করেছিলেন এই বীর কমিউনিস্ট বিপ্লবী নেতা। তাঁর এই সংগ্রাম শুধু লাতিন আমেরিকার দেশগুলোতে নয়, সারা বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী এবং কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের অপরিমেয় প্রেরণা জুগিয়েছে। কিউবায় কমরেড ফিদেল কাস্ত্রো যে দৃষ্টান্তমূলক বৈপ্লবিক সংগ্রাম পরিচালনা করেছেন, তা লাতিন আমেরিকার শোষিত জনগণকে স্বৈরাচারী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে এবং নিজ নিজ দেশে সর্বহারা বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তুলতে উদ্বুদ্ধ করেছে। ফিদেল কাস্ত্রো ছিলেন একজন প্রকৃত আন্তর্জাতিকতাবাদী। দুনিয়ার নিপীড়িত মেহনতি মানুষ এবং পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লব ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে রত কোটি কোটি সর্বহারা বিপ্লবীদের হৃদয়ে তিনি চিরজীবী হয়ে থাকবেন। আমরা দৃঢ়ভাবে মনে করি, কিউবার কমিউনিস্ট পার্টি তাদের দেশের সমাজতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে প্রয়াত নেতার প্রদর্শিত পথে চলবে এবং বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনে প্রেরণার সঞ্চার করবে।

শোকের এই মুহূর্তে আমরা কিউবার কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিটি কমরেড এবং কিউবার জনগণের প্রতি বৈপ্লবিক ভ্রাতৃত্বমূলক সংহতি জ্ঞাপন করছি এবং তাঁদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি।

বৈপ্লবিক অভিনন্দন সহ

২৬ নভেম্বর, ২০১৬ — প্রভাস ঘোষ

কলকাতা, ভারত — সাধারণ সম্পাদক

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)

রাজ্যপাল ও কলকাতার রিজার্ভ ব্যাঙ্কে
নোট বাতিলের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি জানাল
এস ইউ সি আই (সি)

কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকারের নোট বাতিলে মানুষের যে চূড়ান্ত হয়রানি চলছে তার প্রতিবাদে ২৮ নভেম্বর এস ইউ সি আই (সি)-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসুর নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল রাজভবনে রাজ্যপালের কাছে এক স্মারকলিপি দেন। পরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আঞ্চলিক অধিকর্তার হাতেও তাঁরা স্মারকলিপি তুলে দেন। প্রতিনিধি দলে ছিলেন, দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেডস তপন রায়চৌধুরী, স্বপন ঘোষ, মানব বেরা এবং অশোক সামন্ত। স্মারকলিপিতে বলা হয়—

প্রধানমন্ত্রী ৫০০ টাকা ও ১০০০ টাকার নোট বাতিলের সরকারি সিদ্ধান্ত ঘোষণার পর থেকে বাতিল নোট ব্যাঙ্কে জমা দেওয়া ও নোট পরিবর্তনের জন্য কোটি কোটি মানুষকে হয়রানির মধ্যে পড়তে হয়েছে। ছোট দোকানদার, খুচরো ব্যবসায়ী ও ক্ষুদ্র শিল্পের মালিকদের অবস্থা শোচনীয়। ব্যাঙ্কে বাতিল নোট জমা দিতে এবং পরিবর্তন করতে ঘন্টার পর ঘন্টা লাইনে দাঁড়িয়ে অসংখ্য মানুষ অসুস্থ, বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছেন, ৮০ জনেরও বেশি মানুষ মারা গেছেন। সংকটে পড়েছেন কৃষক ও খেতমজুররা। আমন ধান কাটা, বোরো চাষ, সব্জি চাষ চরম বিপর্যয়ের মুখে। টাকা না পেয়ে চাষের বিপর্যয়ে চাষির আত্মহত্যাও ঘটে চলেছে। গ্রামীণ সমবায় ব্যাঙ্কগুলিতে লেনদেন বন্ধ হওয়ায় সংকট তীব্রতর হচ্ছে। সাধারণ মানুষ এর থেকে পরিত্রাণের কোনও পথ খুঁজে পাচ্ছে না। এই অবস্থায় নগদবিহীন অর্থনীতি চালু করার ধুয়া তোলা হয়েছে, যা ভারতের মতো দেশে একটি অবাস্তব প্রকল্প। এ জিনিস জোর করে চালু করা হলে এবং সর্বনাশা ডিজিটাল লেনদেন শুরু হলে কয়েক কোটি ছোট দোকানি ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী পথের ভিখারি হয়ে যাবেন।

কারা কালো টাকার কারবারি? যারা হিসাব বহির্ভূত কোটি কোটি টাকা রাখে এবং তা গোপনে বিদেশে হাওয়ালার মাধ্যমে পাচার করে। এই কালো টাকার কারবারিদের পূর্ণ তথ্য সরকারের কাছে আছে, সরকার চাইলেই তাদের ধরতে পারে। সরকার এদেরই ট্যাক্স ছাড় দেয়, ঋণ মকুব করে দেয়। কালো টাকার এই রাঘব বোয়ালেরা ধরা পড়ে না, শাস্তিও পায় না। অথচ তাদেরই দমন করার নামে সরকারি পদক্ষেপে আজ বিনা দোষে সাধারণ মানুষ আর্থিক দিক থেকে চরম শাস্তি ভোগ করছেন।

এই অবস্থায় দেশের সাধারণ মানুষকে চরম আর্থিক দুর্ভোগ থেকে রক্ষা করতে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ অবিলম্বে নেওয়ার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছি। আশা করি, আমাদের এই দাবিগুলি আপনি উপযুক্ত স্থানে তুলে ধরবেন এবং তা পূরণে সহায়তা করবেন।

দাবি সমূহ ঃ ১) ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট বদলের সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করতে হবে, ২) ইতিমধ্যে মৃতদের পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, ৩) বিদেশি ব্যাঙ্কে গচ্ছিত কালো টাকার মালিকদের নাম প্রকাশ করে টাকা উদ্ধার করতে হবে, ৪) কালো টাকা চলাচলের প্রশ্রয়দাতা মন্ত্রী-আমলাদের দুর্নীতি কঠোরভাবে দমন করতে হবে এবং দুর্নীতিগ্রস্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই (সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.sucicommunist.org